মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

শবে বরাত

ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

রশীদ বুক হাউস
৬ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সয়লাব প্রকাশন
নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
saylabprokashon@gmail.com

শবে বরাত
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

প্রকাশক
মাওলানা খায়রুল হুদা খান
ইমাম ও খতীব, শাহজালাল মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার
ম্যানচেস্টার, ইউকে

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১৩ ঈসায়ী
যিলকদ, ১৪৩৪ হিজরী
আশ্বিন, ১৪২০ বাংলা

দ্বিতীয় সংস্করণ
মে, ২০১৫ ঈসায়ী
রজব, ১৪৩৬ হিজরী
বৈশাখ, ১৪২২ বাংলা

প্রচ্ছদ ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স
১৯/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
কলম প্রিন্টিং প্রেস
৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ১২০/-

প্রাপ্তিস্থান

নোমানিয়া লাইব্রেরী
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট
বন্দর বাজার, সিলেট

সাইমুন লাইব্রেরী
[হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ
ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা সংলগ্ন]
সোবহানীঘাট, সিলেট

Shabe Barat By **Mohammad Najmul Huda Khan,** Published by : Roshid Book House, 6 Paridas Road, Banglab Bazar, Dhaka-1100 & Saylab Prokashon, Naya Paltan, Dhaka-1000. Date of Publication : First Edition : September, 2013, Second Edition : May, 2015. Cover Design : Parwana Graphics, 19/A Naya Paltan, Dhaka-1000, Printed by : Kalom Printing Press, 81/1, Nayapaltan, Dhaka-1000. Price : 120.00 (One hundred twenty) Taka only.

সূচিপত্র

উস্তাযুল কুররা ওয়াল মুহাদ্দিসীন, মুরশিদে বরহক

হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী

বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী-এর

দু'আয়ে খায়ের

الحمد لله رب العالمين وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم– صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم –

বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদ্‌রাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান বহু পরিশ্রম করে শবে বরাত সম্পর্কে একখানা পুস্তক রচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যেন তার এ প্রচেষ্টাকে কবূল করেন এবং মু'মিন-মু'মিনাতকে এ বরকতময় রাতে সহীহ আমল করার তাওফীক দান করেন।

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কেরাম, যারা কুরআনে পাকের তাফসীর, আহাদিসে নববী, সাহাবায়ে কেরামের আমল ও মকবুল মুজতাহিদগণের মতামত সম্পর্কে সঠিকভাবে ইল্‌ম হাসিল করেছিলেন, যাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা, তাঁরা এ বরকতময় রাতে কী আমল করেছেন এ বিষয়ে আমাদের অবগত হওয়া জরুরী।

যারা লিখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে এ বরকতময় রাত ও দিনে মানুষকে নফল নামায, ইবাদাত ও সাদাকাত থেকে বিরত রাখার চেষ্টায় লিপ্ত তারা যদি ঐ রাতে ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন এবং মুসলমানদের ইবাদত করার সুযোগ দিতেন তাহলে তুলনামূলকভাবে উত্তম কর্ম হতো।

[মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী]

দুটি কথা

শবে বরাত এক বরকতময় ও ফযীলতপূর্ণ রাত। ইসলামের প্রাথমিক কাল থেকে অদ্যাবধি এ রাত মুসলিম উম্মাহর নিকট বৈশিষ্ট্যময় রাত হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান সময়ে কিছু লোক কেবল সহীহ হাদীসের দোহাই তোলে এবং উলামা-মুহাদ্দিসীন ও সলফে সালিহীনের বক্তব্যের মর্ম অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে শবে বরাতের ফযীলত অস্বীকারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তারা নিজস্ব বিবেচনায় সহীহ ও হাসান স্তরের বিভিন্ন হাদীসকে যঈফ এমনকি মাওযূ বলতেও দ্বিধাবোধ করছে না। নানা ধরনের বইপত্র রচনা ও প্রকাশ করে এবং পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে শবে বরাত সম্পর্কে তারা অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১০ ইং সনে পত্রিকায় প্রকাশিত এমনি একটি প্রবন্ধের জবাবে পাঠ প্রতিক্রিয়া লিখতে গিয়ে শবে বরাত সম্পর্কে তাফসীর গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত বর্ণনা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ও ফুকাহায়ে কিরামের মতামতসমূহের মধ্য থেকে সাধ্যমতো কিছু তথ্য সংগ্রহ করি। সংগৃহীত তথ্যসমূহ নিয়ে একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি তখনই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে তা চূড়ান্ত করে বই আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবাণীতে 'শবে বরাত' শিরোনামে কাঙ্ক্ষিত এ বইটি এখন সম্মানিত পাঠকের হাতে। তাওফীকদাতা মালিক ও মাওলার দরবারে অসংখ্য-অগণিত শুকরিয়া। সালাত ও সালাম সরওয়ারে দু'আলম, সায়্যিদুস সাকালাইন, নবীয়ে আকরাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি।

মৌলিক তথ্যের সমাহারে বইটিকে সমৃদ্ধ ও নির্ভুল করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও অনেক অপূর্ণাঙ্গতা ও ত্রুটি রয়ে গেছে নিঃসন্দেহে। এ ক্ষেত্রে পাঠকবৃন্দের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। বইটিতে উদ্ধৃত বেশিরভাগ তথ্য প্রাথমিক পর্যায়ে মাকতাবায়ে শামেলা থেকে নিয়েছি। পরবর্তীতে অনেকগুলো মূল কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখেছি। যেগুলো মূল কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি সেগুলোর তথ্যসূত্রে মাকতাবায়ে শামেলা অথবা শামেলাতে প্রদত্ত রেফারেন্স উল্লেখ করেছি। কারো নজরে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা জানিয়ে কৃতার্থ করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গান ও উলামায়ে কিরাম শবে বরাতকে অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ রাত মনে করতেন এবং নেক আমলের মাধ্যমে গুরুত্বের সাথে এ রাত অতিবাহিত করতেন। শবে বরাত সম্পর্কে তাঁদের অনেক মূল্যবান উক্তিও রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বইটিতে তাঁদের উক্তি খুব কমই উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক সালাফী ও লা-মাযহাবীরা যাদের বক্তব্য ও ফতওয়া নিজেদের

বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখায় উদ্ধৃত করেন এবং যাদের ইমাম হিসেবে মান্য করেন তাদের বক্তব্যই এখানে বেশি আনার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ এখানে দেখতে পাবেন আধুনিক সালাফী ও লা-মাযহাবীদের মান্যবর ইমাম ইবনে তায়মিয়া, আব্দুর রাহমান মুবারকপুরী, নাসির উদ্দিন আলবানী প্রমুখ শবে বরাতের ফযীলত স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, এটি মর্যাদাপূর্ণ রাত। শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীসের সনদ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করত তারা উপসংহারে এ কথাও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, শবে বরাত সম্পর্কে সহীহ হাদীসও আছে। আশা করি তাদের বক্তব্য লা-মাযহাবীদের বোধোদয় ঘটাতে সহায়তা করবে।

উস্তাযুল কুররা ওয়াল মুহাদ্দিসীন, মুরশিদে বরহক হযরত আল্লামা বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও মকবুল দু'আ দিয়ে অধমকে ধন্য করেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। মহান মনিবের দরবারে কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ করি- হে আল্লাহ, আমাদের মাথার ছায়া, পরম শ্রদ্ধেয় রাহবার হযরত বড় ছাহেব কিবলাহকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন এবং তাঁর নেক ফয়েয দিয়ে আমাদের অন্ধকার হৃদয়ে আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন। (আমীন)

বইটি প্রকাশে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর সুযোগ্য নাতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব নজীর আহমদ হেলাল, ইউকে প্রবাসী জনাব আলহাজ্ব রইছ আলী, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদ্রাসার প্রভাষক (তাফসীর) জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আলী, সোনাপুর মাজহারুল উলূম দাখিল মাদ্রাসার সহ-সুপার জনাব মাওলানা কুতবুল আলম ও শাহজালাল মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার, ম্যানচেস্টার, ইউকে-এর ইমাম ও খতীব, আমার ছোট ভাই মাওলানা খায়রুল হুদা খান। তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে এ ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি কবূল হয় তবেই আমার শ্রম স্বার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সকল কাজকে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসীলায় কবূল করুন, আমীন।

বিনয়াবনত
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
প্রভাষক (আরবী)
বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল (এম.এ) মাদ্রাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام علي سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া, 'শবে বরাত' প্রথম সংস্করণ প্রকাশের অল্প দিনের মধ্যেই এর প্রায় সব কপি শেষ হয়ে যায়। এরপর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে অনেক দেরী হয়ে গেল। দ্বিতীয় সংস্করণে সামান্য সংযোজন ও দু'একটি মুদ্রণ ত্রুটি সংশোধন ছাড়া বিশেষ কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। ইসলামী পুস্তকের ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনী রশিদ রশীদ বুক হাউস, ৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা'র স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রব দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়র দান করুন।

প্রথম সংস্করণের মতো দ্বিতীয় সংস্করণও মুজাদ্দিদে যামান, শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর দরজাবুলন্দি ও আমার মরহুম ওয়ালিদ মুহতারামের রূহের মাগফিরাত কামনায় উৎসর্গ করলাম। আল্লাহ যেন তা কবূল করেন। আমীন।

মা'আসসালাম
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
০৮.০৫.২০১৫ ঈসায়ী

প্রথম অধ্যায়
শা'বান মাসের ফযীলত

শা'বান মাসের ফযীলত

শা'বান এক মহিমান্বিত ও বরকতময় মাস। বছরের অন্যান্য মাসের উপর এ মাসের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। হাদীস শরীফে আছে যে, প্রত্যেক বছর শা'বান মাসে মানুষের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রজব মাসের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য মাসের উপর এমন, যেমন আল কুরআনুল কারীমের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের উপর। আর শা'বান মাসের ফযীলত অন্যান্য মাসের উপর এমন, যেমন আমার মর্যাদা অন্যান্য নবীগণের উপর। আর রামাদানের ফযীলত অন্যান্য মাসের উপর এমন, যেমন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব সকল সৃষ্টির উপর। (হযরত আবদুল কাদীর জিলানী (র.), গুনিয়াতুত তালিবীন, পৃষ্ঠা ২৪৬)

হযরত জুন্নুন মিসরী (র.) বলেন, রজব হচ্ছে মন্দ কাজ পরিত্যাগের মাস, শা'বান হচ্ছে ইবাদত করার মাস এবং রামাদান হচ্ছে অলৌকিক দৃশ্য দর্শনের মাস। সুতরাং যে ব্যক্তি মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে না, আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে না এবং অলৌকিকতা দর্শনের অপেক্ষায় থাকে না, সে অনর্থক কর্মসম্পাদনকারীদের পর্যায়ভূক্ত। তিনি আরও বলেন, রজব মাসে শস্য বপন করা হয়, শা'বান মাসে ক্ষেতে পানি সেচ করা হয় এবং রামাদান মাসে ফসল কর্তন করা হয়। সুতরাং কর্তনকারী ঐ বস্তুই কর্তন করে, যা সে বপন করে থাকে। এজন্য মানুষ যা কিছু করে থাকে, তারই প্রতিফল পায়। যে ব্যক্তি নিজের ক্ষেত বিনষ্ট করে, সে ফসল কর্তনের সময় লজ্জিত হয় এবং এর পরিণতিও খারাপ হয়। (গুনিয়াতুত তালিবীন, পৃষ্ঠা ২৩৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাস শা'বান

শা'বান মাসের অত্যধিক ফযীলতের কারণে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মাসকে তাঁর নিজের মাস বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

شهر رمضان شهر الله وشهر شعبان شهري– شعبان المطهر ورمضان المكفر -

অর্থাৎ রামাদান আল্লাহর মাস এবং শা'বান আমার মাস। শা'বান পবিত্রতা দানকারী আর রামাদান গুনাহমোচনকারী। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৭৪৭, হাদীস নং-২৩৬৮৫, ইবনে আসাকির, দায়লামী, আল জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী)

শা'বান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাস হওয়ার কারণ হলো তিনি এ মাসে আবশ্যকতা ছাড়া অর্থাৎ নফল হিসেবে অধিক রোযা রাখতেন। আর রামাদান আল্লাহর মাস হওয়ার কারণ হলো আল্লাহ তা'আলা এ মাসে রোযা রাখা ফরয করে দিয়েছেন। ফলে এ মাসে রোযা রাখা বান্দার প্রতি আল্লাহর হক হিসেবে পরিগণিত। (ফায়যুল কাদীর লিল মানাভী, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা ৪০৫)

শা'বান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন

শা'বান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন। হাদীস শরীফে আছে-

عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مادووم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها –

অর্থাৎ হযরত আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত আয়িশা (রা.) তাঁকে বর্ণনা করেছেন, আয়িশা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শা'বানের চেয়ে অধিক রোযা অন্য কোনো মাসে রাখতেন না। তিনি পূরো শা'বানই রোযা রাখতেন। আর তিনি বলতেন, তোমরা সাধ্যমতো আমল কর। কেননা আল্লাহ তাআলা অধিক আমলের সওয়াব দিতে অপারগ হবেন না,

তবে তোমরা অধিক আমল করতে অপারগ হয়ে পড়বে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পছন্দনীয় নামায হলো সেই নামায যা নিয়মিত আদায় করা হয়, যদিও তা কম হয়। যখন তিনি কোনো নামায আদায় করতেন তখন তা নিয়মিত করতেন। (বুখারী, باب صوْم شعْبان)

বুখারী শরীফের উক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো শা'বানই রোযা রাখতেন। অন্য বর্ণনায় আছে, كان يصوم شعْبان إلاَّ قليلاً -তিনি শা'বানে সামান্য দিন ছাড়া সবদিনই রোযা রাখতেন। (মুসলিম, বাব-باب صيام النَّبِيِّ صلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى غيْر رمضان)

হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণিত অপর হাদীসে আছে,

كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان –

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে রোযা রাখা আরম্ভ করতেন যে আমরা বলতাম তিনি আর রোযা বাদ দিবেন না। আর যখন রোযা বাদ দিতেন তখন আমরা বলতাম তিনি আর রোযা রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রামাদান ছাড়া অন্য কোনো মাসে রোযা পূর্ণ করতে দেখিনি এবং শা'বান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে অধিক রোযা রাখতে দেখিনি। (বুখারী, বাব- صَوْم شعْبَانَ, মুসলিম বাব- باب صيام النّبى صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى غيْر رمضان)

এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শা'বান মাসে অধিক রোযা রাখতেন। এর অন্যতম কারণ হলো, মানুষ রজব ও রামাদান মাসকে অধিক গুরুত্ব দেয়। আর মধ্যখানে শা'বান মাসকে ভুলে যায়। ফলে এ মাসে ইবাদত বন্দেগি কম করে। অথচ এ মাসে মানুষের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইতেন তাঁর আমল রোযাদার অবস্থায় আল্লাহর নিকট পেশ করা হোক। তাই তিনি এ মাসে অধিক রোযা রাখতেন।
হাদীস শরীফে আছে-

عن أبي هريرة عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول اللّٰه إني أراك تصوم في شهر ما لا أراك تصوم في شهر قال أي شهر ؟ قلت شعبان قال : شعبان بين رجب و شهر رمضان يغفل الناس عنه يرفع فيه أعمال العباد فأحب أن لا يرفع عملي إلا و أنا صائم قلت : أراك تصوم يوم الإثنين و الخميس فلا تدعهما؟ قال : إن أعمال العباد ترفع فأحب أن لا يرفع عملي إلا و أنا صائم

অর্থাৎ হযরত উসামা ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনাকে একটি মাসে যেমন রোযা রাখতে দেখি তেমন অন্য কোনো মাসে দেখি না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন মাসে? আমি বললাম, শা'বান। তিনি বললেন, শা'বান হলো রজব ও রামাদান মাসের মধ্যবর্তী মাস। মানুষ এ মাস সম্পর্কে গাফিল থাকে। অথচ এ মাসে বান্দার আমল (আল্লাহর দরবারে) উঠানো হয়। সুতরাং আমি পছন্দ করি যে, আমার আমল রোযাদার অবস্থায়ই উঠানো হোক। আমি বললাম, আপনি তো সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন। এ দুটিও কি আপনি ছাড়েন না? তিনি বললেন, বান্দার আমল (এ দুই দিনও আল্লাহর দরবারে) উঠানো হয়। সুতরাং আমি পছন্দ করি যে আমার আমল রোযাদার অবস্থায়ই যেন উঠানো হয়। (বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৭, হাদীস নং ৩৮২০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদান মাসের পর শা'বান মাসের রোযাকে সর্বোত্তম রোযা বলে অভিহিত করেছেন। হাদীস শরীফে আছে-

عن أنس قال سئل النبي صلى اللّٰه عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان فقال شعبان لتعظيم رمضان قيل فأي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان قال أبو عيسى هذا حديث غريب–

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো- রামাদানের পর কোন রোযা উত্তম? তিনি বললেন, রামাদানের সম্মানার্থে শা'বানের রোযা। বলা হলো- কোন সদকা উত্তম? তিনি বললেন, রামাদানের সদকা। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি (غريب) গরীব। (তিরমিযী, বাব- ما جاء في فضل الصدقة খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫১-৫২)

শা'বান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের আমল

পূর্বোল্লিখিত হাদীসমূহ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শা'বান মাসে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে রোযা রাখতেন। তিনি এমনভাবে রোযা রাখতেন মনে হতো যেন আর কখনো রোযা বাদ দিবেন না। বুখারী শরীফে আছে, **كان يصوم شعْبان كلّه** -তিনি পুরো শা'বানই রোযা রাখতেন (বুখারী, باب صيام النبى صلى الله عليه وسلم فى غير رمضان)। অন্য বর্ণনায় আছে, **كان يصوم شعْبان كلّه إلّا قليلًا** -তিনি সামান্য কিছু দিন ছাড়া পুরো শা'বানই রোযা রাখতেন (মুসলিম, باب صيام النبى صلى الله عليه وسلم فى غير رمضان)।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রজব মাস শুরু হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'আ করতেন :

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! রজব ও শা'বান মাসে আমাদের বরকত দান কর এবং আমাদের রামাদান মাস পর্যন্ত পৌঁছে দাও। (আল আয্‌কার লিন নববী, মুজামুল আওসাত লিত তাবারানী)

সাহাবায়ে কিরামও এ মাসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। এ মাসে তাঁরা কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য নেক আমলে সবিশেষ মনোনিবেশ করতেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত,

كان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إذا نظروا إلى هلال شعبان أكبوا على المصاحف يقرئونها وأخرج المسلمون زكاة أموالهم ليتقوى بها الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان ودعا الولاة أهل السجن فمن كان عليه حد أقاموه عليه وإلا خلوا سبيله . وانطلق التجار فقضوا ما عليهم وقبضوا مالهم حتى إذا نظروا إلى هلال رمضان إغتسلوا واعتكفوا –

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ যখন শা'বান মাসের চাঁদ দেখতেন তখন তাঁরা কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হতেন। মুসলমানগণ তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করতেন, যাতে দুর্বল ও অভাবগ্রস্ত

লোকজন রামাদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন। আমীরগণ বন্দীদের তলব করতেন। কারো উপর কোনো হদ (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) থাকলে তা প্রয়োগ করতেন অন্যথায় মুক্ত করে দিতেন। ব্যবসায়ীগণ এ মাসে তাদের ঋণ পরিশোধ করতেন। অতঃপর ব্যবসা গুটিয়ে নিতেন। রামাদানের চাঁদ দেখার পর তারা গোসল করতেন এং দুনিয়াবী কাজ থেকে বিরত থাকতেন। (গুনিয়াতুত তালিবীন, পৃষ্ঠা ২৪৬)

রামাদান মাসের প্রস্তুতির মাস শা'বান

শা'বান মাস মূলতঃ রামাদান মাসের প্রস্তুতির সময়। এ মাস অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এ মাসের আলাদা সম্মান ছিল। এর কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে-

প্রথমত

এ মাসে বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। যার বর্ণনা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত

রামাদান হলো রহমত, বরকত ও মাগফিরাত অর্জনের মাস। যে সকল বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন কল্যাণ প্রত্যাশা করেন তারা রামাদান মাসের রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও দোযখ থেকে মুক্তির কল্যাণবারিতে নিজেকে সিক্ত করতে চেষ্টা-প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। তারা রামাদান মাসে দিনে সিয়াম সাধনায় মনোনিবেশ করেন আর রাত্রিবেলা ইবাদত-বন্দেগিতে অতিবাহিত করেন এবং এর বিনিময়ে মাগফিরাত প্রত্যাশা করেন। কেননা হাদীস শরীফে আছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه–

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের প্রত্যাশায় রামাদানের রোযা রাখে তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের প্রত্যাশায় শবে কদরে রাত্রি জাগরণ করে তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী, باب فضل ليلة القدر; মুসলিম, باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح)

হাদীস শরীফে আরও আছে-

من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের প্রত্যাশায় রামাদান মাসে রাত্রি জাগরণ করে তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী, **باب تطوع قيام رمضان من الإيمان**, মুসলিম, **باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح**)

অন্য হাদীসে আছে-

إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادى مناد يا باغى الخير أقبل ويا باغى الشر أقصر . ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة–

অর্থাৎ যখন রামাদান মাসের প্রথম রাত আসে তখন শয়তান ও জ্বিনদের শৃঙ্খলবদ্ধ করা হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এমতাবস্থায় আর কোনো দরজা খোলা হয় না এবং বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় তখন আর কোনো দরজা বন্ধ করা হয় না। আর একজন আহবানকারী আহবান করেন : 'হে কল্যাণপ্রত্যাশী অগ্রসর হও, হে মন্দপ্রত্যাশী সংকুচিত হও। আল্লাহর এমন অনেক বান্দা রয়েছেন যারা দোযখের আগুন থেকে মুক্তি লাভ করবে।' এ অবস্থা (রামাদান মাসের) প্রত্যেক রাতে চলতে থাকে।(তিরমিযী, **باب ما جاء في فضل شهر رمضان** খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭)

রামাদান মাসের এসব কল্যাণ অর্জন তথা যথাযথ হক আদায় করে রোযা রাখা ও রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মহান নিয়ামত অর্জন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া সম্ভব হবে না। এ প্রস্তুতির মাস হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শা'বান মাসকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন।

তৃতীয়ত

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের গাফলতের সময়কে আনুগত্য ও মুজাহাদা (ইবাদত-বন্দেগির প্রচেষ্টা) দ্বারা আবাদ করতে চাইতেন, যাতে তারা পরবর্তী মাসের রহমত ও মাগফিরাত থেকে কোনোভাবে বঞ্চিত না হয়। কেননা শা'বান মাসে গাফিল থাকলে এমনও হতে পারে যে রামাদান

মাসটাও গাফলতের মধ্যে চলে যাবে এবং বান্দা পরে আফসোস করবে- হায়! রামাদান মাস তো চলে গেল, আমি তো কোনো কল্যাণ অর্জন করতে পারলাম না। আর রামাদান মাসের কল্যাণ থেকে যে বঞ্চিত হয় তার মতো হতভাগা আর কে হতে পারে? তাই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদান মাসের নিয়ামত থেকে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত হবার সুযোগ যাতে সৃষ্টি না হয় বরং এর পরিপূর্ণ নিয়ামত যাতে অর্জন করা যায় সেজন্য পূর্ব প্রস্তুতির মাস হিসেবে শা'বানকে গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং এ মাসে ইবাদত-বন্দেগি ও সিয়াম সাধনায় মনোনিবেশ করতেন।

শা'বান মাসের সবিশেষ গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর অনুসরণে এ মাসে অধিক পরিমাণে রোযা রাখা এবং কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগিতে অধিক মনোনিবেশে আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত, যাতে আগত রামাদানের রহমত, বরকত ও মাগফিরাত অন্বেষণে আমরা পরিপূর্ণরূপে নিবিষ্ট হতে পারি এবং পরম দয়াময়ের সীমাহীন অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হই।

দ্বিতীয় অধ্যায়
শবে বরাতের ফযীলত

শবে বরাত-এর পরিচয়

আরবী চান্দ্র বর্ষের অষ্টম মাস শা'বান-এর মধ্যবর্তী রাত তথা ১৪ তারিখ দিবাগত রাত 'শবে বরাত' হিসেবে পরিচিত। শবে বরাত শব্দযুগল ফার্সী। এর আরবী পরিভাষা 'লাইলাতুল বারাআত'। 'লাইলাতুন' শব্দের অর্থ রাত আর 'বারাআত' শব্দের অর্থ মুক্তি। অতএব লাইলাতুল বারাআত শব্দের অর্থ মুক্তির রজনী। বিভিন্ন তাফসীরগ্রন্থে এ রাত বুঝাতে 'লাইলাতুল বারাআত' শব্দযুগল ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসে নববীতে এ রাতের ক্ষেত্রে "লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান" পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এ রাতের বিভিন্ন নাম রয়েছে। তাফসীরে কাশশাফে এ রাতের চারটি নামের উল্লেখ রয়েছে। যেমন :

الليلة المباركة – আল লাইলাতুল মুবারাকাহ।

ليلة البراءة – লাইলাতুল বারাআহ।

ليلة الصك – লাইলাতুস সাক।

ليلة الرحمة – লাইলাতুর রাহমাহ।

তাফসীরে কাশশাফে এ রাতকে ليلة البراءة والصكّ নামে নামকরণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,

أن البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة ، كذلك الله عز وجل يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة–

অর্থাৎ কর আদায়কারী যখন কর আদায় করে তখন করদাতাদের জন্য মুক্তিনামা লিখে দেয়। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ এ রাতে তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য মুক্তিনামা লিখে দেন। (তাফসীরে কাশশাফ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৭২)

হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) লাইলাতুল কদরকে লাইলাতুত তা'যীম, শা'বানের মধ্যবর্তী রাতকে লাইলাতুল বারাআত ও দুই ঈদের রাতকে লাইলাতুল জায়িযাহ নামে নামকরণ করতেন। (তাফসীরে মাওয়ারদী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩১৩)

শবে বরাতের ফযীলত

শবে বরাত এক মহিমান্বিত রজনী। এ রজনীতে দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপন বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেন এবং নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ছাড়া সকল মুমিন বান্দাকে ক্ষমার দানে অনুগৃহীত করেন। এ রাতে আল্লাহর তরফ থেকে ঘোষণা আসে : কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আছো কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোনো রিয্‌ক প্রার্থনাকারী আছো কি? আমি তাকে রিয্‌ক দান করব। কোনো বিপদগ্রস্থ আছো কি? আমি তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করব। এমনি ঘোষণা সারা রাত চলতে থাকে।

মুমিন বান্দাগণ এ ঘোষণার আলোকে আপন চাহিদা অনুযায়ী আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনানুযায়ী এ রাতে সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়। আর শবে কদরে তা দায়িত্বশীল ফেরেশতার নিকট সোপর্দ করা হয়।

হযরত কা'ব আল আহবার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

إن الله تعالى يبعث ليلة النصف من شعبان جبريل عليه السلام إلى الجنة فيأمرها أن تتزين ويقول: إن الله تعالى قد اعتق في ليلتك هذه عدد نجوم السماء، وعدد أيام الدنيا ولياليها، وعدد ورق الشجر، وزنة الجبال، وعدد الرمال–

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে জিবরীল (আ.)-কে বেহেশতে প্রেরণ করেন। তিনি বেহেশতকে সুসজ্জিত হবার আদেশ করেন এবং বলেন, আজকের এ রাতে আল্লাহ তা'আলা আকাশের তারকারাজি, দুনিয়ার দিন ও রাত, গাছের পাতা, পাহাড়ের ওযন ও বালুকারাশির সমপরিমাণ মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। (ইবনে রজব হাম্বলী, লাতায়িফুল মা'আরিফ ফীমা লিমাওয়াসিমিল 'আমি মিনাল ওযাঈফ, পৃষ্ঠা ১৯১)

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

تنسخ في النصف من شعبان الآجال حتى أن الرجل ليخرج مسافرا وقد نسخ من الأحياء إلى الأموات ويتزوج وقد نسخ من الأحياء إلى الأموات–

অর্থাৎ শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাতে মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করা হয় (অর্থাৎ জীবিতদের তালিকা থেকে মৃতদের তালিকায় স্থানান্তরিত করা হয়)। এমনকি একজন মানুষ মুসাফির হিসেবে বের হয় (সফরে বের হয়) অথচ তার নাম (ইতোমধ্যে) জীবিতদের তালিকা থেকে মৃতদের মধ্যে নিয়ে রাখা হয়ে গেছে। এমনিভাবে একজন মানুষ বিয়ে করে অথচ তার নাম (ইতোমধ্যে) জীবিতদের তালিকা থেকে মৃতদের মধ্যে নিয়ে রাখা হয়ে গেছে। (ইমাম আবদুর রায্যাক আস সান'আনী, মুসান্নাফ, খণ্ড ০৪, পৃষ্ঠা ৩১৭)

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক রাতের শেষাংশে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং আপন বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, যে আমার কাছে দু'আ করবে আমি তার দু'আ কবূল করব, যে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দান করব, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব। বুখারী শরীফে আছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له–

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাদের রব আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতে, যখন রাতের শেষ এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে তখন দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, যে আমার কাছে দু'আ করবে আমি তার দু'আ কবূল করব, যে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দান করব, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব। (বুখারী, হাদীস নং **১১৭৫, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل**)

কিন্তু শবে বরাতের ক্ষেত্রে শেষ এক তৃতীয়াংশ নয় বরং রাতের শুরুতেই মহান আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং আপন সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে

বলতে থাকেন, কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আছো কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোনো রিয্ক প্রার্থনাকারী আছো কি? আমি তাকে রিয্ক দান করব। কোনো বিপদগ্রস্থ আছো কি? আমি তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করব। এমন ঘোষণা সারা রাত চলতে থাকে।

মোল্লা আলী কারী (র.) মিশকাতুল মাসাবীহ'র শরাহ 'মিরকাত' গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস **إن الله تعالى ينزل**-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

(إن الله تعالى ينزل) أي من الصفات الجلالية إلى النعوت الجمالية زيادة ظهور في هذا التجلي إذ قد ورد في الحديث القدسي سبقت رحمتي غضبي وفي رواية غلبت (ليلة النصف من شعبان) وهي ليلة البرائة ولعل وجه تخصيصها لأنها ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم ويدبر كل خطب عظيم مما يقع في السنة كلها من الإحياء والأماتة وغيرهما حتى يكتب الحجاج وغيرهم (إلى السماء الدنيا) أي قاصدا إلى السماء القريبة من أهل الدنيا المتلوثين بالمعصية المحتاجين إلى إنزال الرحمة عليهم وأذيال المغفرة وظاهر الحديث أن هذا النزول المكنى به عن التجلي الأعظم ونزول الرحمة الكبرى والمغفرة العامة للعالمين لا سيما أهل البقيع يعم هذه الليلة فتمتاز بذلك على سائر الليالي إذ النزول الوارد فيها خاص بثلث الليل–

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেন' অর্থাৎ সিফাতে জালালী থেকে জামালী গুণে অধিক সুস্পষ্টরূপে অবতরণ করেন। যেমন হাদীসে কুদসীতে আছে- **سبقت رحمتي غضبي** আমার রহমত আমার গযবের উপর অগ্রগামী হয়েছে। অন্য বর্ণনায় **سبقت** এর পরিবর্তে **غلبت** শব্দ রয়েছে (অর্থাৎ আমার রহমত আমার গযবের উপর বিজয়ী হয়েছে)। আর লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান হলো লাইলাতুল বারাআত। সম্ভবত এ রাতকে খাস করার কারণ হলো এটি একটি বরকতময় রাত। এ রাতে সকল প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়, প্রত্যেক মহান কার্যাবলীর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যেগুলো আগামী বছর সংঘটিত হবে। যেমন- জীবন, মৃত্যু ইত্যাদি। এমনকি হাজী ও অন্যদেরও নির্ধারণ করা হয়।

আর **إلى السماء الدنيا** অর্থাৎ আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এর অর্থ হলো তিনি দুনিয়াবাসীদের নিকটবর্তী আকাশ লক্ষ্য করে অবতরণ করেন, যে দুনিয়াবাসী পাপে-তাপে লিপ্ত এবং যারা রহমত অবতরণ ও মাগফিরাত লাভের মুখাপেক্ষী।

হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনা এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর মহান তাজাল্লীর ইঙ্গিতবহনকারী নুযূল (অবতরণ) এবং আহলে বাকীসহ সারা সৃষ্টির জন্য মহান রহমত ও আম মাগফিরাত এ রাতে সারা রাতব্যাপী হয়ে থাকে। এ কারণে এ রাত অন্য রাতসমূহের উপর বিশেষত্বের অধিকারী। কেননা আল্লাহর অবতরণ অন্য রাতসমূহে কেবল এক তৃতীয়াংশের সাথে খাস। (মিরকাত, খণ্ড ০৩, পৃষ্ঠা ১৯০)

আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন,

أعمال الأسبوع إجمالا يوم الاثنين والخميس وأعمال العام إجمالا ليلة النصف من شعبان وليلة القدر وأما عرضها تفصيلا فبرفع الملائكة لها بالليل مرة وبالنهار مرة

অর্থাৎ সপ্তাহের আমল এক সাথে সোম ও বৃহস্পতিবার এবং বছরের আমল একসাথে শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাত ও শবে কদরে আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়। আর বিস্তারিত আমল প্রতিদিনে একবার ও প্রতি রাতে একবার ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। (আত তাজরীদ লিনাফঈল আবীদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৫৬)

যেহেতু মহিমান্বিত শা'বান এবং এ মাসের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাতে বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে উঠানো হয় এবং দু'আ কবূল করা হয় এ জন্য রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত মাস ও রাতের বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাতকে মুসলিম উম্মাহ যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে এবং এ রাতে ইবাদত-বন্দেগি ও দু'আ-মুনাজাতে বিশেষভাবে রত হয় তার মূল উৎস হলো হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে গুরুত্বের সাথে এ রাতে জাগ্রত থেকেছেন, ইবাদত-বন্দেগি করেছেন, জান্নাতুল বাকী কবরস্থান যিয়ারত করেছেন, মৃত মুসলমানদের জন্য দু'আ-ইস্তিগফার করেছেন, নিজে বিশেষ দু'আ করছেন এবং হযরত আয়িশা (রা.)-কে একটি দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন আর বলেছেন, তুমি এ দু'আ শিখে নাও এবং অন্যদের শিক্ষা দাও।

তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম শা'বান মাস ও শবে বরাতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাবিঈন, তাবে তাবিঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদ এ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত বন্দেগি করেছেন। পাশাপাশি মুসলমানদের এ রাতে ইবাদত বন্দেগি করতে উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং এ রাতের সবিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়ে এর পরিপূর্ণ বরকত অন্বেষণে মনোনিবেশ করা উচিত।

মর্যাদাবান রাত

শবে বরাত অত্যন্ত মর্যাদাবান ও বরকতময় এক রজনী। বছরের উত্তম রজনীগুলোর মধ্যে এটি একটি। শাফিঈ মাযহাবের কোনো কোনো আলিমের নিকট থেকে বর্ণিত আছে-

أن أفضل الليالي ليلة مولده صلى الله عليه وسلم ثم ليلة القدر ، ثم ليلة الإسراء والمعراج ، ثم ليلة عرفة ، ثم ليلة الجمعة ، ثم ليلة النصف من شعبان ، ثم ليلة العيد–

অর্থাৎ সর্বোত্তম রাত হলো রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের রাত, তারপর লাইলাতুল কদর, তারপর ইসরা ও মি'রাজের রাত, তারপর আরাফার রাত, তারপর জুম'আর রাত, তারপর শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাত, তারপর দুই ঈদের রাত। (রাদ্দুল মুহতার, **مطلب في المفاضلة بين ليلة العيد وليلة الجمعة وعشر ذي الحجة وعشر رمضان** খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৬৩)

আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী (র.) কৃত **تحفة المحتاج بشرح المنهاج** গ্রন্থের হাশিয়া "হাওয়াশিশ শারওয়ানী ওয়াল ইবাদী"-এর মধ্যে আছে-

(ليلة القدر) فهي أفضل ليالي السنة أي في حقنا لكن بعد ليلة المولد الشريف ويلي ليلة القدر ليلة الاسراء ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم ليلة النصف من شعبان–

অর্থাৎ আমাদের জন্য রাসূলে পাক (সা.)-এর জন্মের রাত-এর পর সর্বোত্তম রাত হলো লাইলাতুল কদর। অর্থাৎ সর্বোত্তম রাত হলো রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের রাত, তারপর লাইলাতুল কদর, তারপর ইসরা ও মি'রাজের রাত, তারপর আরাফার রাত, তারপর জুম'আর রাত, তারপর শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাত, তারপর দুই ঈদের রাত। (হাওয়াশিশ শারওয়ানী ওয়াল ইবাদী, খণ্ড ০৩, পৃষ্ঠা ৪৬২)

নিহায়াতুর রাযীন শরহু কুররাতিল আইন গ্রন্থে আছে-

وأفضل الليالي ليلة المولد الشريف فالقدر فالإسراء فعرفة فالجمعة فنصف شعبان فالعيد، فهذه سبع ليال مرتبة في الأفضلية، وأفضل الأيام يوم عرفة فنصف شعبان فالجمعة والليل أفضل من النهار–

অর্থাৎ সর্বোত্তম রাত হলো রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের রাত, তারপর লাইলাতুল কদর, তারপর মি'রাজের রাত, তারপর আরাফার রাত, তারপর জুম'আর রাত তারপর শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাত, তারপর দুই ঈদের রাত। এই হলো ফযীলতের ধারাবাহিকতায় সাতটি রাত। আর সর্বোত্তম দিন হলো আরাফার দিন, তারপর শা'বানের মধ্যবর্তী দিন (১৫ শা'বান), তারপর জুমআর দিন। আর দিনের চেয়ে (ইবাদাতের ক্ষেত্রে) রাত উত্তম। (নিহায়াতুর রাযীন, খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ১৮১)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) কৃত 'তালখীসুল হাবীর' গ্রন্থে আছে, খতীব বাগদাদী 'গুনিয়াতুল মুলতামিস' গ্রন্থে স্বীয় সনদে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রা.) আদী ইবনে আরতাহ'র নিকট চারটি রাতকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের নির্দেশ দিয়ে লিখেছিলেন-

عليك بأربع ليال في السنة فإن الله يفرغ فيهن الرحمة أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة النحر–

অর্থাৎ তোমার উপর কর্তব্য হলো চারটি রাতকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা। কেননা এ রাতসমূহে আল্লাহ তা'আলা রহমত বিতরণ করেন। এ চার রাত হলো রজবের প্রথম রাত, শা'বানের মধ্যবর্তী রাত, ঈদুল ফিতরের রাত ও ঈদুল আযহার রাত। (তালখীসুল হাবীর, খণ্ড ০২, পৃষ্ঠা ১৯১)

এ সকল বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, শবে বরাত একটি মর্যাদাবান রাত।

ক্ষমার রাত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তিনি কোনো না কোনো উপলক্ষ ধরে আপন বান্দাকে ক্ষমা করতে চান। বিশেষত উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহপরায়ন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত যাতে অল্প সময়ে অধিক কুরবত ও সফলতা

অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে তাদের জন্য তিনি বরকতময় বিভিন্ন দিন ও সময় নির্ধারণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে লাইলাতুল কদর, যে রাতকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাতও বিশেষ ফযীলতপূর্ণ রাতের একটি। হাদীস শরীফের ভাষ্যানুযায়ী এ রাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর মুশরিক ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন।

বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত খালিদ ইবনে মা'দান (রা.) বলেছেন-

خمس ليال في السنة من واظب عليهم رجاء ثوابهن وتصديقا بوعدهن أدخله الله الجنة أول ليلة من رجب يقوم ليلها ويصوم نهارها وليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة عاشوراء وليلة نصف شعبان–

অর্থাৎ বছরের মধ্যে এমন রাত রয়েছে, যে ব্যক্তি সওয়াবের আশা ও শাস্তির ভীতি এবং এ রাতসমূহের কৃত ওয়াদা সত্যায়ন করত এ রাতসমূহ গুরুত্বের সাথে অতিবাহিত করবে আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। এ রাতসমূহ হলো- রজবের প্রথম রাত, এ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে এবং দিনে রোযা রাখবে, ঈদুল ফিতরের রাত, ঈদুল আদ্বহার রাত, আশুরার রাত ও শা'বানের মধ্যবর্তী রাত। (তালখীসুল হাবীর, খণ্ড ০২, পৃষ্ঠা ১৯১)

দু'আ কবূলের রাত

শবে বরাত দু'আ কবূলের অন্যতম রাত। এ রাতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাহর দু'আ কবূল করেন। ইমাম আবদুর রায্যাক আস সান'আনী (র.) তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি বর্ণনা স্বীয় সনদে উল্লেখ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন-

خمس ليال لا ترد فيهن الدعاء : ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين –

অর্থাৎ পাঁচ রাতে দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না (অর্থাৎ দু'আ কবূল হয়ে থাকে)। এ পাঁচ রাত হলো- জুম'আর রাত, রজব মাসের প্রথম রাত, শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাত ও দুই ঈদের রাত। (মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, খণ্ড ০৪, পৃষ্ঠা ৩১৭)

মারাকিল ফালাহ গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, পাঁচ রাতে দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না : জুম'আর রাত, রজব মাসের প্রথম রাত, শা'বানের মধ্যবর্তী রাত এবং দুই ঈদের রাত। (মারাকিল ফালাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৪ **فصل في تحية المسجد (وصلاة الضحى وإحياء الليالي وغيرها**)

ইমাম শফিঈ (র.) বলেন,

بلغنا أنه كان يقال : إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى و ليلة الفطر و أول ليلة من رجب و ليلة النصف من شعبان.

অর্থাৎ আমাদের নিকট এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, পাঁচ রাতে দু'আ কবূল করা হয়- জুম'আর রাত, ঈদুল আযহার রাত, ঈদুল ফিতরের রাত, রজব মাসের প্রথম রাত ও শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাত। (বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, খণ্ড ০৩, পৃষ্ঠা ৩৪১)

শবে বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল

আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাতে জাগ্রত থাকতেন এবং বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করতেন। এ রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল কেমন ছিল তার একটি নমুনা ইমাম বায়হাকী (র.)-এর শু'আবুল ঈমানে বর্ণিত একটি হাদীসে পাওয়া যায়। উক্ত হাদীসে আছে, একদা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) আয়িশা (রা.)-এর ঘরে গেলেন। তখন আয়িশা (রা.) বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট থেকে শুনেছেন এমন কিছু বিষয় আমাকে বলুন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা করতে দেখেছি তা আপনাকে বলব। তখন আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হতেন তখন বলতেন-

اللهم املء سمعي نورا و بصري نورا و من بين يدي نورا و من خلفي نورا و عن يميني نورا و عن شمالي نورا و من فوقي نورا و من تحتي نورا و عظم لي النور برحمتك–

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি, আমার সামন ও পিছন, ডান ও বাম, উপর ও নীচকে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও। আর তোমার দয়ায় আমাকে নূর দ্বারা সম্মানিত কর। অন্য বর্ণনায় **عظم لي النور**-এর স্থলে **أعظم لي نورا** রয়েছে।

এরপর আয়িশা (রা.) বলেন, একদা (পনের শা'বানের রাতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে আসলেন। অতঃপর তাঁর কাপড় খুলতে লাগলেন। তিনি কাপড় পুরোপুরি খুলতে পারেননি এমতাবস্থায় পুনরায় তা পরিধান করে উঠে গেলেন। এতে আমি খুবই ঈর্ষান্বিত হলাম এই ধারণায় যে, তিনি অবশ্যই আমার কোনো সতীনের নিকট যাবেন। তাই আমি তাঁকে অনুসন্ধান করতে বের হলাম। অতঃপর তাঁকে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে পেলাম, তিনি মুমিন নর-নারী এবং শহীদগণের জন্য মাগফিরাত কামনা করছেন। এমতাবস্থায় আমি (মনে মনে) বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোন, আপনি আপনার রবের কাজে লিপ্ত রয়েছেন, আর আমি দুনিয়ার চিন্তায় আছি। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে আমি আমার কামরায় চলে এলাম। তখনও আমার শ্বাস-প্রশ্বাস জোরে হচ্ছিল, এমতাবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়িশা, তুমি এত হাঁপাচ্ছো কেন? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোন, আপনি আমার ঘরে আসলেন, কাপড় খুলতে লাগলেন অতঃপর কাপড় পুরোপুরি খুলতে পারেননি এমতাবস্থায় তা পুনরায় পরিধান করে উঠে গেলেন। তখন কুচিন্তার জাল আমাকে বেষ্টন করে বসল। আমার ধারণা হল যে, আপনি আমার কোনো সতীনের ঘরে যাবেন। অথচ আমি আপনাকে বাকী কবরস্থানে দেখতে পেলাম, সেখানে যা করার তা করছেন (অর্থাৎ দুআ-ইস্তিগফার ইত্যাদি করছেন)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়িশা, তোমার কি ভয় হচ্ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি যুলুম করবেন। আমার নিকট তো ঐ সময় হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে বললেন, আজকের রাত হচ্ছে শা'বানের মধ্যবর্তী রাত। এ রাতে আল্লাহ তা'আলা বনু কালব গোত্রের বকরীসমূহের লোমের অধিক পরিমাণ মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। তবে মুশরিক, হিংসুক, আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্টকারী, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং সর্বদা মদপানে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাপড় খুলে ফেললেন এবং বললেন, হে আয়িশা, তুমি কি আজ রাতে আমাকে জাগ্রত থেকে ইবাদত

করার অনুমতি দিবে? আমি (আয়িশা) বললাম, হ্যাঁ, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোন। সুতরাং, তিনি (নামায পড়ার উদ্দেশ্যে) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দীর্ঘ সিজদা করলেন। এমন কি আমার ধারণা হল যে, তাঁর রূহ মুবারক কবয করা হয়ে গেছে। তখন আমি তাঁকে টোকা দিতে দাঁড়ালাম এবং আমার হাত তাঁর পায়ের তলায় রাখলাম। এতে তিনি কিছুটা নড়লেন। ফলে আমি আনন্দিত হলাম। তখন শুনলাম তিনি সিজদার মধ্যে এ দু'আ করছেন-

أعوذ بعفوك من عقابك و أعوذ برضاك من سخطك و أعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

অর্থাৎ আমি আপনার শাস্তি থেকে ক্ষমার আশ্রয় চাচ্ছি, আপনার অসন্তুষ্টি হতে সন্তুষ্টির আশ্রয় চাচ্ছি, আপনার নিকট (আপনার শাস্তি ও অসন্তুষ্টি হতে) আপনারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনার সত্তা চির মহান। আমি আপনার যথার্থ প্রশংসা করতে সক্ষম নই, আপনি হচ্ছেন তেমন, যেমন আপনি নিজে আপনার প্রশংসা করেছেন।

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, সকাল হলে আমি এ দু'আর শব্দাবলী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, হে আয়িশা, তুমি এগুলো শিখে নিয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি এটা শিখ এবং অন্যদের শিখিয়ে দাও। আমাকে জিব্রাঈল (আ.) এ শব্দাবলী শিখিয়ে দিয়ে বলেছেন আমি যেন এগুলো সিজদায় বারবার পড়তে থাকি। (বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮৩)

ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন, এ হাদীসের সনদ দুর্বল। তবে এটি অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীস শরীফ দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শবে বরাতে-

১. কবরস্থানে গমন করেছেন এবং মৃতদের জন্য দু'আ-ইস্তিগফার করেছেন।
২. তারপর ঘরে ফিরে এসে দীর্ঘ সিজদা সহকারে নামায আদায় করেছেন।
৩. বিশেষ দু'আ করেছেন।

শবে বরাতে মুসলিম উম্মাহর আমল

আল্লামা ফাকিহী তদীয় 'আখবারু মক্কা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মক্কাবাসী নারী পুরুষগণ শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে অর্থাৎ শবে বরাতে মসজিদে গমন করেন অতঃপর নামায আদায় করেন, তাওয়াফ করেন,

মসজিদে হারামে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সারা রাত জেগে থাকেন, এমনকি তারা পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করেন। আর যারা একশ রাকাআত নামায আদায় করেন তারা প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে দশবার সূরা এখলাস তিলাওয়াত করেন। যমযমের পানি পান করেন, এর দ্বারা গোসল করেন এবং অসুস্থদের জন্য তা জমা করে রাখেন। এসব আমলের মাধ্যমে তারা উক্ত রাতের বরকত অন্বেষণ করে থাকেন। (আখবারু মক্কা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৪)

বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতার সফরনামা 'রিহলাতু ইবনে বতুতা'-এর মধ্যে 'শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে তাদের (মক্কাবাসীদের) রীতি' শিরোনামের অনুচ্ছেদে আছে,

وليلة النصف من شعبان من الليالي المعظمة عند أهل مكة يبادرون فيها إلى أعمال البر من الطواف والصلاة جماعات وأفرادا والاعتمار ويجتمعون في المسجد الحرام جماعات لكل جماعة إمام ... ويصلون مائة ركعة يقرؤون في كل ركعة بأم القرآن وسورة الإخلاص يكررونها عشراً وبعض الناس يصلون في الحجر منفردين وبعضهم يطوفون بالبيت الشريف وبعضهم قد خرجوا للإعتمار –

অর্থাৎ মক্কাবাসীদের নিকট এ রাত (শবে বরাত) মর্যাদাবান রাতসমূহের অন্তর্ভূক্ত। এ রাতে তারা তাওয়াফ, জামাআতে ও একাকী নামায আদায়, ওমরা ইত্যাদি নেক আমলের প্রতি মনোনিবেশ করতেন এবং মসজিদে হারামে দলবদ্ধভাবে জমায়েত হতেন। প্রত্যেক দলের একজন ইমাম থাকতেন। ... তারা একশত রাকাআত নামায পড়তেন। যার প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও দশবার করে সূরা এখলাস পড়তেন। কেউ কেউ হিজ্‌র-এ একাকী নামায পড়তেন। আবার কেউ বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতেন এবং কেউ কেউ ওমরার উদ্দেশ্যে বের হতেন।

লাতায়িফুল মা'আরিফ গ্রন্থে আছে,

وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها، ويجتهدون فيها في العبادة–

অর্থাৎ শামের অধিবাসী তাবিঈগণ যেমন খালিদ ইবনে মা'দান, মাকহুল, লুকমান ইবনে আমির (রা.) ও অন্যান্যগণ শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে

বরাতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং এ রাতে ইবাদত-বন্দেগিতে নিমগ্ন হতেন। (ইবনে রজব, লাতায়িফুল মা'আরিফ, পৃষ্ঠা ১৯০)

ইবনে তায়মিয়া বলেন,

وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها

অর্থাৎ সলফে সালিহীনের কেউ কেউ এ রাতকে সালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতেন। (ইকতিদাউস সিরাত আল মুস্তাকীম, পৃষ্ঠা ২৫৮)

শবে বরাতে আমাদের করণীয়

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল, হাদীস শরীফের নির্দেশনা এবং সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও সলফে সালিহীনের অনুসরণে শবে বরাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইবাদত বন্দেগিতে মনোনিবেশ করতে পারি। যেমন :

(ক) রাতে জাগ্রত থাকা :

ইবাদত বন্দেগির উদ্দেশ্যে শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে জাগ্রত থাকা মুস্তাহাব। আরব-অনারবে স্বীকৃত হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফতওয়ার কিতাব ফতওয়ায়ে শামী'তে শবে বরাতে জাগ্রত থাকাকে মানদুব তথা মুস্তাহাব বলা হয়েছে। ফতওয়ায়ে শামী ২য় খন্ডের 'বাবুল বিতর ওয়ান নাওয়াফিল' এর মধ্যে আছে-

ومن المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه وصلاة الليل .... وإحياء ليلة العيدين والنصف من شعبان والعشر الأخير من رمضان والأول من ذي الحجة –

অর্থাৎ মুস্তাহাব আমলের মধ্যে রয়েছে সফরে বের হওয়ার সময় এবং সফর থেকে ফিরে আসার পর দুই রাকা'আত নামায পড়া, তাহাজ্জুদের নামায পড়া...... এবং দুই ঈদের রাত, শবে বরাত, রামাদানের শেষ দশ রাত ও যিলহজ্জের প্রথম রাতে জাগ্রত থাকা। (ফতওয়ায়ে শামী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫-২৭)

আল্লামা ইসমাইল হাক্কী তদীয় 'তাফসীরে রূহুল বয়ান'-এ উল্লেখ করেছেন যে, হাদীস শরীফে আছে-

من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان–

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাঁচ রাতে জাগ্রত থাকে তার জন্য বেহেশত আবশ্যক হয়ে যায়। এ পাঁচটি রাত হলো- তারবিয়ার রাত, আরাফার রাত, ঈদুল আযহার রাত, ঈদুল ফিতরের রাত ও শা'বানের মধ্যবর্তী রাত। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩১২)

মারাকিল ফালাহ গ্রন্থে শবে বরাতে জাগ্রত থাকাকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। এতে আছে-

(و) يندب إحياء (ليلة النصف من شعبان) لأنها تكفر ذنوب السنة –

অর্থাৎ শবে বরাতে জাগ্রত থাকা মুস্তাহাব। কেননা, এটি উক্ত বছরের গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। (মারাকিল ফালাহ, খণ্ড ১, **فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي** পৃষ্ঠা-১৭৪)

শবে বরাতে জাগ্রত থাকার বিষয়ে মারাকিল ফালাহ-এর মধ্যে আছে,

معنى القيام أن يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة وقيل بساعة منه يقرأ أو يسمع القرآن أو الحديث أو يسبح أو يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم –

অর্থাৎ শবে বরাতে জাগ্রত থাকার অর্থ হলো, রাতের অধিক সময় আনুগত্যমূলক কাজে ব্যস্ত থাকা। কেউ কেউ বলেন, রাতের কিছু অংশ কুরআন তিলাওয়াত করবে অথবা তিলাওয়াত শুনবে, অথবা হাদীস পাঠ করবে কিংবা পাঠ শুনবে, তাসবীহ-তাহলীল করবে অথবা দরুদ শরীফ পড়বে। (মারাকিল ফালাহ, খণ্ড ১, **فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي** পৃষ্ঠা ১৭৪,)

হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মারাকিল ফালাহ-এর মধ্যে শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে জাগ্রত থাকার উদ্দেশ্যে এবং এ রাতের মহান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে গোসল করাকেও মুস্তাহাব বলা হয়েছে। এতে আছে,

و"ندب"في ليلة البراءة" وهي ليلة النصف من شعبان لإحيائها وعظم شأنها إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال –

অর্থাৎ লাইলাতুল বারাআতে জাগ্রত থাকার উদ্দেশ্যে এবং এ রাতের মহান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে উক্ত রাতে গোসল করা মুস্তাহাব। আর লাইলাতুল বারাআত হলো শা'বানের মধ্যবর্তী রাত। এ রাতে রিযক বন্টন করা হয় ও ভাগ্য

নির্ধারণ করা হয়। (হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মারাকিল ফালাহ. খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ২৪৮)

(খ) কবর যিয়ারত করা ও মৃত আত্মীয়-স্বজন ও মুসলমানদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা :

শবে বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশেষ আমলের মধ্যে রয়েছে যে, তিনি এ রাতে জান্নাতুল বাকী কবরস্থান যিয়ারত করেছেন এবং মৃত মুমিনদের জন্য দুআ-ইস্তিগফার করেছেন। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে পেয়েছি। হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেছেন-

ومما ثبت من فعله صلّى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة ليلة النصف من شعبان ليستغفرالمؤمنين والمؤمنات والشهداء–

অর্থাৎ শবে বরাতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের মধ্যে ছাবিত আছে যে, তিনি মুমিন নারী-পুরুষ ও শহীদদের মাগফিরাত কামনার জন্য কবরস্থানে গমন করেছেন। (মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ ফী আয়্যামিস সানাহ, শাহরু শা'বান, আল মাকালাতুস সালিসাহ)

সুতরাং এ রাতে কবরস্থান যিয়ারত করা, মৃত আত্মীয় স্বজন, পিতা-মাতা ও মুসলমানদের জন্য দু'আ করা, এবং তাদের মাগফিরাত কামনা করা উত্তম কাজ।

(গ) আল্লাহর দরবারে দু'আ করা :

হাদীস শরীফে আছে, এ রাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর মুশরিক ও হিংসা বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন। অন্য বর্ণনায় আছে, এ রাতে আল্লাহ পাক এই বলে আহবান করেন : তোমাদের মধ্যে কি কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কোনো প্রার্থনাকারী কি আছে? আমি তার চাহিদা পূর্ণ করে দেব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যেই চাইবে তাকে দান করা হবে, কেবল ব্যভিচারী ও মুশরিক ব্যতীত।

সুতরাং এ রাতে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দরবারে নিজের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা উচিত। বিশেষ করে ঐসব গুনাহের জন্য ইস্তিগফার ও তওবা করা

উচিত, যেগুলো আল্লাহর কৃপা দৃষ্টি লাভের অন্তরায়। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক (সা.) নিজে এ রাতে বিশেষভাবে এই দু'আ করেছেন-

أعوذ بعفوك من عقابك و أعوذ برضاك من سخطك و أعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك–

অর্থাৎ আমি আপনার শাস্তি থেকে ক্ষমার আশ্রয় চাচ্ছি, আপনার অসন্তুষ্টি হতে সন্তুষ্টির আশ্রয় চাচ্ছি, আপনার নিকট (আপনার শাস্তি ও অসন্তুষ্টি হতে) আপনারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনার সত্তা চির মহান। আমি আপনার যথার্থ প্রশংসা করতে সক্ষম নই, আপনি হচ্ছেন তেমন, যেমন আপনি নিজে আপনার প্রশংসা করেছেন।

হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) তদীয় 'মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ'-এর মধ্যে এ রাতের দু'আ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এরপর বলেছেন যে, আরিফ বিল্লাহ শায়খ ইমাম আবুল হাসান আল বিকরী বলেছেন, এ রাতে নিম্নের দু'আটি পড়া উত্তম। এটি শবে কদর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আর শবে কদরের পর সর্বোত্তম রাত হলো শবে বরাত। দু'আটি হলো-

اللّهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى– اللّهم إنى أسئلك العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدنيا والاخرة–

অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, দয়াময়। ক্ষমাকে আপনি পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা, সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করছি।

মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ-এর মধ্যে আছে, উক্ত রাতে উত্তম দু'আর মধ্যে আরো রয়েছে-

اللّهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما عندي فاغفر لي ذنوبي، أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتب لي ورضني بقضائك–

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে আপনি জানেন, সুতরাং আমার অক্ষমতাকে গ্রহণ করুন। আমার হাজত সম্পর্কে আপনি জানেন,

আমার কাঙ্ক্ষিত বিষয় আমাকে দান করুন। আমার অপরাধ সম্পর্কে আপনি জানেন, আমার গুনাহ ক্ষমা করুন। আমি আপনার নিকট চাই এমন ঈমান, যা আমার অন্তরকে পরিতুষ্ট করে এবং এমন সঠিক বিশ্বাস, যাতে আমি এ জ্ঞান লাভ করি যে আমার উপর তা-ই আপতিত হবে, যা আমার জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। আর আপনি আমাকে আপনার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট রাখুন।

একদল বর্ণনাকারী গ্রহণযোগ্য সনদে (بسند لا بأس به) হযরত আবূ বুরদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে দুনিয়ায় অবতরণ করান তখন তিনি সাতবার কা'বা ঘর তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু রাকাআত সালাত আদায় করেন অতঃপর দু'আ করেন-

اللّهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما عندي فاغفر لي ذنوبي، أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتب لي ورضني بقضائك–

তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওহী মারফত জানিয়ে দেন, হে আদম, তুমি আমার নিকট এমন এক দু'আ করেছ, যা আমি কবূল করেছি। তোমার পরে তোমার সন্তানদের কেউ এ দু'আ করলে আমি তাও কবূল করব, তাঁর গুনাহ মাফ করে দেব, তার দুশ্চিন্তা দূর করে দেব (মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ, প্রাগুক্ত)।

(ঘ) নফল নামায আদায় করা :

এ রাতের করণীয় আমলের অন্যতম হলো বেশি বেশি করে নফল নামায আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ সিজদা সহকারে এ রাতের দীর্ঘ সময় নামাযে অতিবাহিত করেছেন। সলফে সালিহীনগণ নামাযের জন্য এ রাতকে খাস করে নিতেন। তবে শবে বরাতের নামাযের জন্য নির্ধারিত কোনো নিয়ম নেই। নিজের মনের চাহিদা অনুযায়ী যত রাকা'আত ইচ্ছা পড়তে পারেন, যে কোনো সূরা দিয়ে পড়তে পারেন। এ বিষয়ে কোনো শর্ত নেই। দীর্ঘ নামায পড়তে চাইলে এ রাতে সালাতুত তাসবীহ পড়া যেতে পারে।

সালাতুত তাসবীহ-এর নিয়ম নিম্নরূপ :

- চার রাকাআত সুন্নত নামাযের নিয়ত করবেন।
- তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা (সুবহানাকা আল্লাহুম্মা...) পাঠ করবেন।
- তারপর নিচের তাসবীহ ১৫ বার পাঠ করবেন-

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ولا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرْ

- তারপর আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন।
- তারপর এর সাথে অন্য যে কোনো সূরা মিলিয়ে পড়বেন।
- এরপর রূকূতে যাওয়ার আগে ১০ বার উপরের তাসবীহ পাঠ করবেন।
- তারপর রূকূতে গিয়ে রূকূর তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম) পড়ার পর ১০ বার ঐ তাসবীহ পাঠ করবেন।
- রূকূ থেকে দাঁড়িয়ে 'রাব্বানা লাকাল হামদ' পড়ার পর ১০ বার ঐ তাসবীহ পাঠ করবেন।
- তারপর সিজদায় গিয়ে সিজদাহ'র তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) পড়ার পর ঐ তাসবীহ ১০ বার পাঠ করবেন।
- তারপর দুই সিজদার মাঝখানের বৈঠকের তাসবীহ পাঠ করে ঐ তাসবীহ ১০ বার পাঠ করবেন।
- তারপর দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে সিজদাহ'র তাসবীহ পাঠ করে ঐ তাসবীহ ১০ বার পাঠ করবেন।

এভাবে চার রাকাআত নামায পড়বেন। এতে প্রতি রাকআতে ৭৫ বার করে চার রাকাআতে মোট ৩০০ বার উপরোক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হয়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা-২২৩)

শায়খ ইবনে তায়মিয়া শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাতে নামায আদায় করাকে উত্তম বলেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো-

إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو أحسن –

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে একাকী অথবা বিশেষ জামা'আতে নামায আদায় করে, যেমন একদল সলফে সালিহীন করতেন, তাহলে এটা উত্তম। (আল ফাতাওয়া আল কুবরা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬২)

উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো কিতাবে শা'বানের পনের তারিখ রাতের জন্য বিশেষ নফল নামাযের কথা বলা হয়েছে। যেমন আলফিয়া নামায। এ নামাযের পদ্ধতি হলো- একশত রাকা'আত নামায এভাবে পড়তে হয়, যার প্রত্যেক রাকাআতে দশবার করে সূরা ইখলাস পড়তে হবে। তবে এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ইবনুল জাওযী একশ রাকা'আত নামায সম্পর্কিত বর্ণনাকে মাওযূ বলেছেন। মোল্লা আলী কারী (র.) শবে বরাতের বিশেষ নামায সম্পর্কিত সকল বর্ণনাকে মাওযূ বলেছেন।

(ঙ) কুরআন তিলাওয়াত ও শরী'আত সম্মত অন্যান্য ইবাদত বন্দেগি করা :
উপরোক্ত আমলসমূহ ছাড়াও কুরআন তিলাওয়াত, যিক্‌র-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, দান-খয়রাতসহ শরী'আতসম্মত অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে এ রাত অতিবাহিত করা সওয়াবের কাজ। কেননা এসব আমল সব সময়েই উত্তম আমল হিসেবে বিবেচিত।

(চ) ১৫ শা'বান দিনে রোযা রাখা :
১৫ শা'বান দিনে রোযা রাখা একটি তাৎপর্যপূর্ণ আমল। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إذا كانت ليلة النصف من شعبان ، فقوموا ليلها وصوموا نهارها –

অর্থাৎ যখন মধ্য শা'বানের রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে সালাত আদায় করবে আর দিনে সিয়াম পালন করবে। (ইবনে মাজাহ, **باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان** খণ্ড ১, পৃষ্ঠা- ৪৪৪)

উল্লেখ্য যে, ১৫ শা'বানের রোযা বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত: এটি শা'বান মাসের অন্তর্ভূক্ত একটি দিন, যে মাসে রাসূল (সা.) অধিক রোযা রাখতেন।
দ্বিতীয়ত: এটি আইয়ামে বীযের অন্তর্ভূক্ত। আইয়ামে বীয হলো প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তম দিন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস শরীফে আছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي صلّى الله عليه و سلم بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام –

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ে ওসীয়ত করেছেন : প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা, দুহার (চাশতের) দুই রাকাআত নামায আদায় করা ও এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতরের নামায আদায় করা। (বুখারী, **باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة**)

অন্য হাদীসে আছে-

عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلّى الله عليه و سلم قال : صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة–

অর্থাৎ হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। আইয়ামে বীয হলো প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তম দিন। (মুসনাদে আবূ ইয়া'লা, সুনানে নাসাঈ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৬)
তৃতীয়ত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিনে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আমরা আলী (রা.) বর্ণিত হাদীসে পেয়েছি।
শবে বরাতের করণীয় সম্পর্কে ইবনে রজব হাম্বলী 'লাতায়িফুল মাআরিফ' গ্রন্থে লিখেছেন-

فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله تعالى، ودعائه بغفران الذنوب، وستر العيوب، وتفريج الكروب، وأن يقدم على ذلك التوبة، فإن الله تعالى يتوب فيها على من يتوب–

অর্থাৎ মুমিনগণের জন্য উচিত হলো এ রাতে আল্লাহর যিকরে একান্তভাবে মনোনিবেশ করা এবং নিজের গুনাহ মাফ, দোষ-ত্রুটি গোপন করা ও বিপদাপদ দূর করার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আর মধ্যে নিবিষ্ট থাকা আর গুনাহের জন্য তাওবা করা। কেননা এ রাতে আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবূল করেন।
তিনি একটি কবিতাও উদ্ধৃত করেছেন :

فقم ليلة النصف الشريف مصليا ... فأشرف هذا الشهر ليلة نصفه

فكم من فتى قد بات في النصف آمنا ... وقد نسخت فيه صحيفة حتفه

فبادر بفعل الخير قبل انقضائه ... وحاذر هجوم الموت فيه بصرفه

وصم يومها لله وأحسن رجاءه ... لتظفر عند الكرب منه بلطفه–

অর্থাৎ শা'বানের মর্যাদাবান মধ্য রাতে নামাযরত হিসেবে জাগ্রত থাক। কেননা এ মাসের সর্বোত্তম রাত হলো এর মধ্যবর্তী রাত। কত যুবক এই মধ্য রাত

নিরাপদে কাটিয়েছে আর তার জাহান্নামের পরওয়ানা বাতিল হয়েছে। সুতরাং এ রাত শেষ হবার আগেই উত্তম কাজে মনোনিবেশ কর এবং মৃত্যুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে যত্নশীল হও। এ রাতের পরবর্তী দিন (১৫ শা'বান) আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা রাখ এবং তাঁর প্রতি উত্তম আশা রাখ, যাতে তাঁর অনুগ্রহে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পার। (ইবনে রজব, লাতায়িফুল মা'আরিফ, পৃষ্ঠা ১৯২)
পনের শা'বানের রোযার বিষয়ে তিনি বলেছেন,

وأما صيام يوم النصف منه فغير منهي عنه، فإنه من جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من كل شهر. وقد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه–

অর্থাৎ শা'বানের পনের তারিখের রোযা রাখা নিষিদ্ধ নয়। কেননা এটি আইয়্যামে বীযের অন্তর্ভূক্ত, যে দিনগুলোতে প্রত্যেক মাসে রোযা রাখা মুস্তাহাব। আর বিশেষভাবে শা'বানের এ দিনে রোযা রাখারও নির্দেশ রয়েছে। (লাতায়িফুল মা'আরিফ, পৃষ্ঠা ১৯২)

ক্ষমাপ্রাপ্তি ও দু'আ কবূলের ক্ষেত্রে বাধা দানকারী গুনাহসমূহ

হাদীস শরীফের ভাষ্যানুযায়ী শা'বানের বরকতময় মধ্য রজনীতে তথা শবে বরাতে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেন। কিন্তু এই করুণার সময়েও কিছু সংখ্যক ব্যক্তির দিকে তিনি দয়ার নযরে তাকান না। কিছু মারাত্মক গুনাহ আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা লাভ এবং দু'আ কবূলের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এ গুনাহসমূহ হলো-
১. শিরক, ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ৩. হিংসা, ৪. মাতা-পিতার অবাধ্যতা, ৫. ব্যভিচার, ৬. মদপান, ৭. ভাগ্য বা ভবিষ্যত গণনা, ৮. আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ, ৯. কাপড় তথা লুঙ্গি ও পায়জামা টাখনুর নিচে লটকিয়ে পরিধান করা।

লাতায়িফুল মা'আরিফ গ্রন্থে আছে, মুমিনদের উচিত হলো সে সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যা উক্ত রাতের (শবে বরাতের) ক্ষমাপ্রাপ্তি ও দু'আ কবূলের ক্ষেত্রে অন্তরায়। বর্ণিত আছে যে, ঐ সকল গুনাহ হলো- শিরক, মানুষ হত্যা ও ব্যভিচার। এ তিনটি গুনাহ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসে আছে-

أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أعظم ؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم

أي ؟ قال: أن تزاني حليلة جارك – فأنزل الله تعالى تصديق ذلك: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ)

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন গুনাহ সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন, এরপর কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে সে তোমার সাথে খাবে (অর্থাৎ তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে)। ইবনে মাসউদ (রা.) আবার প্রশ্ন করলেন, তারপর কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। তখন এ বিষয়ের সত্যায়ন করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন-

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُون– الخ

ক্ষমাপ্রাপ্তি ও দু'আ কবূলের ক্ষেত্রে বাধা দানকারী গুনাহের মধ্যে আরেকটি হলো হিংসা-বিদ্বেষ (**شحناء**)। **شحناء** হলো কোনো মুসলমান কর্তৃক তার অপর মুসলমান ভাইয়ের প্রতি প্রবৃত্তির তাড়নায় বিদ্বেষবশত হিংসা পোষণ করা। এ নিকৃষ্ট গুনাহও ক্ষমা ও অনুগ্রহের বেশিরভাগ সময়ে ক্ষমাপ্রাপ্তির অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত আছে-

تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا –

অর্থাৎ প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার বেহেশতের দরজা খোলা হয়। তখন এমন সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে না। তবে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না যার নিজের ও নিজের ভাইয়ের মধ্যে বিদ্বেষ রয়েছে। তখন বলা হয় : এ দুজনকে পর্যবেক্ষণ করতে থাক, যে পর্যন্ত তারা উভয়ে সংশোধন না হয়।

ইমাম আওযাঈ (র.) এখানে ক্ষমাপ্রাপ্তি ও দু'আ কবূলের ক্ষেত্রে বাধা দানকারী **شحناء** তথা বিদ্বেষ দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবায়ে কিরামের প্রতি অন্তরের বিদ্বেষকে বুঝিয়েছেন। সন্দেহ নেই যে,

সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের গুনাহ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের গুনাহের চেয়ে অনেক বড়। ইমাম আওযাঈ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী হলো এমন সব বিদআতী, যে বিদআতের ফলে উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

অনুরূপভাবে ইবনে সাওবান বলেন, মুশাহিন তথা বিদ্বেষ পোষণকারী হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত পরিত্যাগকারী, তার উম্মতের বিপক্ষে অবস্থানকারী ও তাদের রক্তপাতকারী। ... সুতরাং সর্বোত্তম আমল হলো অন্তরকে সব ধরণের বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখা। আর এর মধ্যে উত্তম তথা প্রথম স্তর হলো প্রবৃত্তির অনুসারী ও বিদ'আতীদের অনুরূপ বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকা, যা উম্মতের সলফে সালিহীনকে দোষারোপ এবং তাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ, তাঁদের কাফির কিংবা বিদআতী ও গুমরাহ সাব্যস্ত করার দাবী করে। আর পরবর্তী স্তর হলো মুসলিম সর্বসাধারণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা, তাদের কল্যাণ কামনা করা, তাদের সদুপদেশ প্রদান করা, নিজের জন্য যা পছন্দ অপরের জন্য তা পছন্দ করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে মুমিনের গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে তারা বলে-

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ–

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদের ক্ষমা কর। আর আমাদের অন্তরে মুমিনদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো অনুগ্রহপরায়ন ও দয়ালু (সূরা হাশর, আয়াত ১০)। (ইবনে রজব, লাতায়িফুল মা'আরিফ, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩)

শবে বরাতে বর্জনীয় কাজসমূহ

শা'বান মাস ও পবিত্র রজনী শবে বরাত মহান আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের এক অনন্য সুযোগ। সুতরাং এ সময়ে এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যা আল্লাহর রহমত লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। শবে বরাত নিয়ে সমাজে কিছু বিদআত ও কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে :

১. ঘর-বাড়ি, দোকান, মসজিদ ও রাস্তা-ঘাটে আলোকসজ্জা করা।
২. বিনা প্রয়োজনে মোমবাতি কিংবা অন্য কোনো প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা।

৩. আতশবাজি করা।
৪. পটকা ফোটানো।
৫. মাজার ও কবরস্থানে মেলা বসানো ইত্যাদি।

এ সকল বিদআত ও কুসংস্কার থেকে আমাদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

শবে বরাত উপলক্ষে ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত বিদআত সম্পর্কে হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) লিখেছেন-

ومن البدع الشنيعة ما تعارف الناس فى أكثر بلاد الهند من إيقاد السرج ووضعها على البيوت والجدران وتفاخرهم بذالك وإجتماعهم اللهو واللعب بالنار وإحراق الكبريت–

অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে মানুষ যে সকল নিন্দনীয় বিদআতের প্রচলন করেছে তার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ঘর ও দেয়ালে রাখা এবং এ নিয়ে গর্ব করা, আগুন নিয়ে অনর্থক খেলতামাশার (আতশবাজি) জন্য জমায়েত হওয়া এবং পটকা ফুটানো। (মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ, শাহরু শা'বান, আল মাকালাতুস সালিসাহ)

শবে বরাতে সম্মিলিতভাবে জাগ্রত থাকার বিধান

শবে বরাত কিংবা অন্য যে কোনো রাতে একাকী জাগ্রত থেকে ইবাদত-বন্দেগি করা সওয়াবের কাজ। রাসূলে পাক (সা.)-এর অভ্যাস ছিল তিনি প্রত্যেক রাতে কিছু সময় জাগ্রত থেকে ইবাদত বন্দেগি করতেন।

একাকী জাগ্রত থেকে যে কোনো রাতে নফল ইবাদত বন্দেগি করার বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি নেই। তবে সম্মিলিতভাবে জাগ্রত থেকে ইবাদত করার বিষয়ে কেউ কেউ আপত্তি করে থাকেন। এ আপত্তির মূল ভিত্তি হলো নফল ইবাদত একাকী ও ঘরে আদায় করাই উত্তম। শবে বরাতে সম্মিলিতভাবে জাগ্রত থেকে ইবাদত বন্দেগি করার বিষয়ে হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-এর মধ্যে আছে-

واختلف علماء الشام في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان على قولين أحدهما أنه استحب إحياؤها بجماعة في المسجد طائفة من أعيان التابعين كخالد بن معدان ولقمان بن عامر ووافقهم اسحق بن راهويه والقول الثاني أنه يكره الاجتماع لها في المساجد للصلاة وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم–

অর্থাৎ শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে জাগ্রত থাকার পদ্ধতি নিয়ে শামের উলামায়ে কিরাম দুটি মতের উপর ইখতেলাফ করেছেন। প্রথম মত হলো, খালিদ ইবনে মা'দান, লুকমান ইবনে আমির (রা.) সহ একদল তাবিঈ শবে বরাতে সম্মিলিতভাবে মসজিদে জাগ্রত থাকাকে মুস্তাহাব বলেছেন। হযরত ইসহাক ইবনে রাহবিয়াহ (র.)ও তাঁদের সাথে একমত পোষণ করেছেন। দ্বিতীয়ত মত হলো, শবে বরাতে জাগ্রত থাকার উদ্দেশ্যে মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য জমায়েত হওয়া মাকরূহ। এটি শামবাসীদের ইমাম, ফকীহ ও আলিম হযরত আওযাঈ (র.)-এর অভিমত। (মারাকিল ফালাহ, খণ্ড-১, فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي পৃষ্ঠা-১৭৪)

প্রকাশ থাকে যে, নফল ইবাদতের জন্য জাগ্রত থাকার উদ্দেশ্যে মসজিদে জমায়েত হওয়াকে ফিকহের কোনো কোনো কিতাবে মাকরূহ বলা হলেও একদল তাবিঈ এরূপ জাগ্রত থাকাকে মুস্তাহাব বলেছেন। বর্তমান সময়ে উত্তম আমলের প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। একাকী হলেই মানুষ দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়ে অথবা গাফলতের নিদ্রা পেয়ে বসে। এমতাবস্থায় ঘরে না ঘুমিয়ে মসজিদে এসে ইবাদত-বন্দেগি করা যাবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'ফাতাওয়া ও মাসাইল' এর মধ্যে আছে, দুই ঈদের রাত, শা'বানের ১৫তম রাত, কাদ্‌রের রাত, যিলহজ্জের প্রথম দশ রাত, রামাদানের শেষ দশ রাত- এসব রাতে রাত জেগে ইবাদত করার বহু ফযীলত ও সাওয়াব রয়েছে। এ ইবাদত নামায, তিলাওয়াত, যিকর, ইস্‌তিগফার ইত্যাদি বিভিন্নরূপে হতে পারে। তবে এ সবের মধ্যে নামায উত্তম ইবাদত। কিন্তু এসব নামায নিজ নিজ ঘরে আদায় করাই ভাল। ... বস্তুত সকল নফল এবং সুন্নাত নামায ঘরে পড়া উত্তম। যদি মসজিদে পড়া না হলে ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে মসজিদে পড়বে। (ফাতাওয়া ও মাসাইল, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪০)

তৃতীয় অধ্যায়
তাফসীর গ্রন্থসমূহে শবে বরাত

তাফসীর গ্রন্থসমূহে শবে বরাত

পবিত্র আল কুরআনুল কারীমে সূরা দুখানের তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ – فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ –

অর্থাৎ আমি এটি (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রজনীতে। আমি তো সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়। (সূরা দুখান, আয়াত ৩-৪)

এখানে উল্লেখিত لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কিরাম থেকে দুটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরে রূহুল মা'আনীসহ বিভিন্ন তাফসীরে উল্লেখ আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদাহ, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র, মুজাহিদ, ইবনে যায়দ, হাসান বসরীসহ জমহুর মুফাসসিরীনের মতে لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ বা বরকতময় রজনী বলতে শবে কদর উদ্দেশ্য। আসহাবে যাওয়াহির-এরও এই মত। পক্ষান্তরে হযরত ইকরামা ও একদল মুফাসসিরের মতে, বরকতময় রজনী বলতে শবে বরাত উদ্দেশ্য। ইমাম কুরতুবী, আল্লামা ইবনে কাসীর, আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী, ইমাম রাযী, আল্লামা মাহমুদ আলুসী বাগদাদী, আল্লামা ইসমাঈল হাক্কীসহ প্রখ্যাত মুফাসসিরগণ স্ব-স্ব তাফসীর গ্রন্থে "বরকতময় রাত্রির" ব্যাখ্যায় উপরোক্ত দুটি মতই উল্লেখ করেছেন।

বরকতময় রজনীর তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) শবে কদরের কথাই বলেছেন। তবে তাঁর বিভিন্ন বর্ণনা থেকে শবে বরাতের বিশেষত্বের দিকও ফুটে উঠেছে। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, সকল বিষয় সিদ্ধান্ত হয় শা'বান মাসের মধ্যরাতে অর্থাৎ শবে বরাতে এবং এগুলো সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয় রামাদান মাসের ২৭ তম রাতে অর্থাৎ শবে কদরে (তাফসীরে রূহুল মাআনী, খণ্ড ২৫, পৃষ্ঠা ১১৩)।

বিভিন্ন তাফসীরে 'লাইলাতুম মুবারাকাহ'-এর ব্যাখ্যায় শবে কদরের পাশাপাশি মুফাসসিরীনে কিরাম শবে বরাত প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন এবং এর সপক্ষে যে সকল হাদীস এনেছেন তা থেকে কিছু এখানে উপস্থাপন করা হলো। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জমহুর মুফাসসিরীনে কিরাম যে শবে বরাতের ফযীলত স্বীকার করেছেন তা প্রমাণ করা। পাশাপাশি তাঁরা এ রাতের মর্যাদা কিরূপে উপস্থাপন করেছেন তার কিঞ্চিৎ নমুনা পাঠকের খিদমতে পেশ করা।

তাফসীরে কুরতুবী

ইমাম কুরতুবী (র.) তদীয় বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ **الجامع لأحكام القرآن**-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন-

وقال عكرمة : هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وينسخ الأحياء من الأموات ، ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. وروى عثمان بن المغيرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى". وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا نهارها فإن الله ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا يقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مبتلى فأعافيه ألا مسترزق فأرزقه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر" ذكره الثعلبي. وخرج الترمذي بمعناه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب" –

অর্থাৎ হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, لَيْلَةٌ مُبَارَكَة বা বরকতময় রজনী হলো শা'বানের মধ্যবর্তী রাত অর্থাৎ শবে বরাত। এ রাতে বছরের কার্যাবলীর তালিকা প্রস্তুত করা হয়। জীবিতদের মৃতদের তালিকায় স্থানান্তর করা হয় এবং হাজীদের নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে এ তালিকায় কাউকে বৃদ্ধি করা হয় হয় না এবং তা থেকে কাউকে বাদও দেয়া হয় না। হযরত উসমান ইবনে মুগীরা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক শা'বান থেকে পরবর্তী শা'বান পর্যন্ত জীবনকাল নির্ধারিত হয়। এমনকি একজন

মানুষ বিয়ে করে, তাঁর সন্তান হয় অথচ তার নাম মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় বের করে রাখা হয়ে গেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন শা'বানের মধ্যবর্তী রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে সালাত আদায় করবে আর দিনে সিয়াম পালন করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূর্যাস্তের সাথে সাথে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলেন : আছো কি কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করব। আছো কি কোনো বিপদে নিপতিত ব্যক্তি? আমি বিপদ থেকে মুক্ত করব। আছো কি কোনো রিয্ক প্রার্থনাকারী? আমি রিয্ক দান করব। আছো কি এমন? আছো কি এমন? এভাবে ফজর পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে। সা'লাবী এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী (র.) অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন অতঃপর কালব গোত্রের মেষসমূহের লোমের চেয়ে অধিক সংখ্যক বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। (তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭)

তাফসীরে খাযিন

আল্লামা আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ আল বাগদাদী তদীয় তাফসীরে খাযিন-এ উল্লেখ করেছেন-

يبرم فيها أمر السنة وينسخ الأحياء من الأموات , وروى البغوي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى وعن ابن عباس : إن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر–

অর্থাৎ শবে বরাতে বছরের সকল বিষয়াবলীর তালিকা করা হয় এবং জীবিতদের মৃতদের তালিকায় হস্তান্তর করা হয়। ইমাম বাগাভী স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক শা'বান থেকে পরবর্তী শা'বান পর্যন্ত জীবনকাল নির্ধারিত হয়। এমনকি একজন মানুষ বিয়ে করে, তাঁর সন্তান হয় অথচ তার নাম মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় বের করে রাখা হয়ে গেছে। আর ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে এবং তা সংশ্লিষ্ট

ফেরেশতার নিকট সমর্পন করেন লাইলাতুল কদরে। (তাফসীরে খাযিন, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৪৩)

তাফসীরে ইবনে কাসীর

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) তদীয় বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ **تفسير القران العظيم** এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন-

يقول تعالى مخبرا عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر كما قال عز وجل "إنا أنزلناه في ليلة القدر" وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تبارك وتعالى " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن " وقد ذكرنا الاحاديث الواردة في ذلك في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن أنها في رمضان. والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الاخنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى" فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص–

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনুল কারীম সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি তা (কুরআন) এক বরকতময় রাতে নাযিল করেছেন। আর এ রাত হলো লাইলাতুল কদর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,'আমি এটি লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি'। আর লাইলাতুল কদর হলো রামাদান মাসে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে'। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ আমি সূরা বাকারায় আলোচনা করেছি, যা পুনরোল্লেখের প্রয়োজন নেই। যারা বলেন বরকতময় রজনী হলো শা'বানের মধ্যবর্তী রাত, যেমন ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাদের মত বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। কেননা আল কুরআনুল কারীম থেকে প্রমাণিত যে এটি রামাদান মাসে। আর যে হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ লায়স থেকে, তিনি উকায়ল থেকে তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, (যুহরী বলেন) উসমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুগীরা ইবনে আখনাস আমাকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'এক শা'বান থেকে পরবর্তী

শা'বান পর্যন্ত জীবনকাল নির্ধারিত হয়। এমনকি একজন মানুষ বিয়ে করে, তাঁর সন্তান হয় অথচ তার নাম মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় বের করে রাখা হয়ে গেছে।' এ হাদীস মুরসাল। এ ধরণের হাদীস কুরআনের দলীলের মুকাবিলা করতে পারে না। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৪৬)

এখানে উল্লেখ্য যে, বরকতময় রজনীর তাফসীরে ইবনে কাসীর (র.) লাইলাতুল কদরকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শবে বরাত সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করেননি। অধিকন্তু শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীসকে তিনি মুরসাল বলেছেন। তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন যে মুরসাল বা এ ধরণের হাদীস কুরআনের দলীলের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু কুরআনের বিপরীতে মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য না হলেও সাধারণভাবে তা গ্রহণযোগ্য। ইমাম সাখাবী (র.) বলেন,

واعلم أن المرسل حجة عند أبي حنيفة ومالك ومن وافقهما وكذا إن اعتضد عند الشافعي والجمهور بمجئ مرسل آخر–

অর্থাৎ জেনে রাখো, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক এবং তাঁদের সাথে একমত পোষণকারীদের নিকট মুরসাল হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। আর ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতে মুরসাল দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে যদি তা অন্য সনদে বর্ণিত হবার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে। আর জমহুরের মতে কোনো মুরসালের সমর্থনে অন্য মুরসাল পাওয়া গেলে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। (আত তাওদীহুল আবহুর, পৃষ্ঠা ৪২)

ইমাম সাখাবী 'ফাতহুল মুগীছ' গ্রন্থেও এটি উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও তাঁদের অনুসারীগণ এবং এক বর্ণনামতে ইমাম আহমদ (র.) মুরসাল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করতেন। (ফতহুল মুগীছ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৯)

আল্লামা আহমদ ইবনুস সিদ্দীক আল গুমারী আল মাগরিবী (র.) স্বীয় রিসালা 'আল মান্‌হুল মাতলূবাহ ফী ইস্‌তিহবাবি রাফঈল ইয়াদাইন ফিদ্ দু'আ বা'দাস সালাওয়াতিল মাকবতূবাহ' এর মধ্যে লিখেছেন, ইমাম মালিক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) থেকে মশহুর বর্ণনা মতে এবং ইমাম আবূ হানীফা ও একদল উলামার মতে মুরসাল হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ইবনে জারীর তাবারী বলেন, তাবিঈগণ তাদের বিবেচনা দ্বারা মুরসাল গ্রহণীয় হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাবিঈগণ থেকে মুরসাল অস্বীকারের বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি। এমনকি তাঁদের পরবর্তীতে দ্বিতীয় শতাব্দি পর্যন্ত কোনো একজন ইমাম

থেকেও মুরসাল অস্বীকারের বিষয় উত্থাপিত হয়নি। (ছালাছু রাসাইল ফী ইস্তিহবাবিদ দু'আ, আল মান্হুল মাতলূবাহ, পৃষ্ঠা ৮২)
উল্লেখ্য, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ কৃত তিনটি রিসালার সংকলন 'ছালাছু রাসাইল ফী ইস্তিহবাবিদ দু'আ ওয়া রাফঈল ইয়াদাইন বা'দাস সালাওয়াতিল মাকতূবাহ' এর মধ্যে উক্ত 'আল মান্হুল মাতলূবাহ ফী ইস্তিহবাবি রাফঈল ইয়াদাইন ফিদ্ দু'আ বা'দাল সালাওয়াতিল মাকবতূবাহ' নামক রিসালাটি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

আদ্ দুররুল মানছূর

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) তদীয় আদ্ দুররুল মানছূর গ্রন্থে শবে বরাত প্রসঙ্গে ২২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেগুলো থেকে এ রাতের বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়। তাঁর বর্ণনার মধ্যে রয়েছে :

وأخرج ابن زنجويه والديلمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : "تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى" –

অর্থাৎ ইবনে যানজাবিয়াহ ও দায়লামী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক শা'বান থেকে পরবর্তী শা'বান পর্যন্ত জীবনকাল নির্ধারিত হয়। এমনকি একজন মানুষ বিয়ে করে, তাঁর সন্তান হয় অথচ তার নাম মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় বের করে রাখা হয়ে গেছে।

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار قال : إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال اقبض من في هذه الصحيفة فإن العبد ليفرش الفراش وينكح الأزواج ويبني البنيان وإن اسمه قد نسخ في الموتى–

অর্থাৎ ইবনে আবিদ্দুনিয়া আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন শা'বানের মধ্যবর্তী রাত আসে তখন মালাকুল মাওত-এর হাতে একটি তালিকা প্রদান করা হয় অতঃপর বলা হয় এই তালিকা থেকে কবয কর। এরপর মানুষ বিছানা গ্রহণ করে, বিবাহ-শাদি করে, দালান তৈরী করে অথচ তখন তার নাম মৃতের তালিকায় স্থানান্তরিত করে রাখা হয়ে গেছে।

وأخرج البيهقي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "يطلع الله في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن" –

অর্থাৎ ইমাম বায়হাকী হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তাআলা শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর মুশরিক ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন।

وأخرج الخطيب في رواية مالك عن عائشة : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : "يفتح الله الخير في أربع ليال ليلة الأضحى والفطر وليلة النصف من شعبان ينسخ فيها الآجال والأرزاق ويكتب فيها الحاج وفي ليلة عرفة إلى الأذان –

অর্থাৎ খতীব বাগদাদী ইমাম মালিকের বর্ণনায় হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা চার রাতে কল্যাণের দরজা খুলে দেন : ১. ঈদুল আযহার রাত ২. ঈদুল ফিতরের রাত ৩. শা'বানের মধ্যবর্তী রাত, এ রাতে জীবন-মৃত্যু ও রিযক পরিবর্তন করা হয় এবং হাজীদের নির্ধারণ করা হয় ৪. আরাফার রাত, ফজরের আযান হওয়া পর্যন্ত। (আদ দুররুল মানছুর, খণ্ড ৭ পৃষ্ঠা ৪০১-৪০২)

তাফসীরে রূহুল বয়ান

তাফসীরে রূহুল বয়ানে আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (র.) উল্লেখ করেছেন,

(فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ) : هي ليلة القدر، فإنه تعالى أنزل القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة وأملاه جبريل على السفرة، ثم كان ينزله على النبي عليه السلام نجوماً، أي : متفرقاً في ثلاث وعشرين سنة ... وقال بعض المفسرين : المراد من الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان –

অর্থাৎ বরকতময় রজনী হলো শবে কদর। কেননা আল্লাহ তা'আলা রামাদান মাসের শবে কদরে লাওহে মাহফুয থেকে দুনিয়ার আকাশে বায়তুল ইয্যতে

একসাথে কুরআন নাযিল করেছেন এবং জিবরীল (আ.)-কে তা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেছেন। অতঃপর জিবরীল (আ.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট একটু একটু করে তেইশ বছরে নাযিল করেছেন। ... কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, বরকতময় রজনী হলো শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাত। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪০১-৪০২)

তাফসীরে রূহুল বয়ানে বর্ণিত আছে, কথিত আছে যে,

ان عمر بن عبد العزيز لما رفع رأسه من صلاته ليلة النصف من شعبان وجد رقعة خضرآء قد اتصل نورها بالسماء مكتوب فيها هذه برآءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز وكما ان فى هذه الليلة برآءة للسعدآء من الغضب فكذا فيها برآءة للاشقياء من الرحمة نعوذ بالله تعالى–

অর্থাৎ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রা.) যখন শা'বানের মধ্যবর্তী রাতের নামায শেষে উপরের দিকে তাকালেন তখন একটি সাদা রেখা দেখতে পেলেন যা আকাশের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে আর এতে লেখা রয়েছে, **هذه برآءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز** 'এটি হলো মহান পরাক্রমশালী মালিকের পক্ষ থেকে তাঁর বান্দা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয এর জন্য দোযখ থেকে মুক্তির বার্তা'। অনুরূপভাবে এ রাতে রয়েছে সৌভাগ্যবানদের জন্য আল্লাহর গযব থেকে মুক্তি আর দুর্ভাগাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রহমত থেকে মুক্তি তথা বঞ্চনা (নাউযুবিল্লাহ)। (তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪০২)

তাফসীরে রূহুল মা'আনী

আল্লামা মাহমুদ আলূসী বাগদাদী তদীয় তাফসীরে রূহুল মাআনী-তে সূরা রা'দ এর يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন,

وقال الحسن وفرقة : ذلك في آجال بني آدم يكتب سبحانه في ليلة القدر وقيل: في ليلة النصف من شعبان آجال الموتى فيمحو أناسا من ديوان الأحياء ويثبتهم في ديوان الاموات–

অর্থাৎ হাসান বসরী (র.) ও একদল আলিম বলেন, এ আয়াতটি বনী আদমের মৃত্যু সম্পর্কে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শবে কদরে তা নির্ধারণ করেন। কেউ কেউ বলেন, শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে মৃতের বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়।

তখন অনেক মানুষকে জীবিতদের তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয় এবং মৃতদের তালিকায় নিয়ে রাখা হয়। (তাফসীরে রূহুল মাআনী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ১৬৯)

রূহুল মাআনী গ্রন্থে সূরা দুখানের لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٍ -এর তাফসীরে গ্রন্থকার আল্লামা আলূসী (র.) বলেন,

(في ليلة مباركة) هي ليلة القدر على ما روي عن ابن عباس وقتادة وابن جبير ومجاهد وابن زيد والحسن وعليه أكثر المفسرين والظواهر معهم وقال عكرمة وجماعة : هي ليلة النصف من شعبان وتسمى ليلة الرحمة والليلة المباركة وليلة الصك وليلة البراءة –

অর্থাৎ বরকতময় রজনী হলো শবে কদর। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদা, ইবনে জারীর, মুজাহিদ, ইবনে যায়দ ও হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। মুফাসসিরগণের অধিকাংশের মত এটি। আহলে যাওয়াহিরও এ মতের পক্ষে। আর হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, বরকতময় রজনী হলো শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাত। এ রাতকে লাইলাতুর রাহমাহ, লাইলাতুল মুবারাকাহ, লাইলাতুস সাক ও লাইলাতুল বারাআতও বলা হয়। (তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খণ্ড ২৫, পৃষ্ঠা ১১০)

উক্ত গ্রন্থে শবে বরাত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে। শবে বরাতের নামকরণ, বরাআত শব্দের ব্যাখ্যা, মৃত্যু ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনা, বরকতময় রজনীতে কুরআন নাযিলের অর্থ ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি বর্ণনা নিম্নরূপ :

وأخرج الدينوري في المجالسة عن راشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في ليلة النصف من شعبان يوحي الله تعالى إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة ونحوه كثير وقيل : يبدأ استنساخ كل أمر حكيم من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل عليه السلام ونسخة الحروب إلى جبرائيل عليه السلام وكذلك الزلازل والصواعق والخسوف ونسخة ألأعمال إلى إسماعيل عليه السلام صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم ونسخة المصائب إلى ملك الموت – وروي عن ابن

عباس رضي الله تعالى عنهما تقتضي الأقضي كله اليلة النصفة من شعبان وتسلم إلى أربابها ليلة السابع والعشرين من رمضان–

অর্থাৎ দায়নূরী মুজালাসাহ গ্রন্থে রাশিদ ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে আল্লাহ তা'আলা মালাকুল মাওত তথা আজরাইল (আ.)-এর নিকট এমন সব মানুষের জান কবয করার প্রত্যাদেশ পাঠান, যাদের তিনি ঐ বছর মৃত্যু দিতে চান। বর্ণিত আছে যে, সকল প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় লাওহে মাহফূয থেকে পরিবর্তন শুরু হয় লাইলাতুল বরাতে এবং এর সমাপ্তি ঘটে লাইলাতুল কদরে। এরপর রিয্‌কের তালিকা হযরত মিকাঈল (আ.)-এর নিকট, যুদ্ধের তালিকা জিব্‌রাঈল (আ.)-এর নিকট, অনুরূপভাবে ভূমিকম্প, বজ্রপাত, চন্দ্রগ্রহণ ও আমলের তালিকা দুনিয়ার আকাশের যিম্মাদার এক মহান ফেরেশতা ইসমাঈল (আ.)-এর নিকট এবং বিপদাপদের তালিকা মালাকুল মাওতের নিকট প্রদান করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে এবং তা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের নিকট সমর্পন করেন রামাদানের সাতাশতম রাতে তথা লাইলাতুল কদরে। (তাফসীরে রূহুল মাআনী, খণ্ড ২৫, পৃষ্ঠা ১১৩)

আল বাহরুল মাদীদ

আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনু আজীবাহ তাঁর তাফসীর **البحر المديد في تفسير القرآن المجيد** গ্রন্থে লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তাফসীরে উভয় মত উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় মতের পক্ষে তিনি যা আলোচনা করেছেন তাতে শবে বরাতের সবিশেষ গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। তাঁর বর্ণনার মধ্যে রয়েছে-

وروى أبو الشيخ، بسند صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت قال: " ليلة النصف من شعبان، يُدبر أمر السنة، فيمحو ما يشاء ويُثبت غيره؛ الشقاوة والسعادة، والموت والحياة ". قال السيوطي: سنده صحيح لا غُبار عليه ولا مطعن فيه. هـ. وروي عن ابن عباس: قال: إن الله يقضي الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان، ويسلمها إلى أربابها ليلة القدر. وفي رواية: ليلة السابع والعشرين من رمضان قيل: وبذلك يرتفع الخلاف أن الأمر يبتدأ في ليلة النصف من شعبان، ويكمل في ليلة السابع والعشرين من رمضان. والله أعلم–

অর্থাৎ আবূ শায়খ সহীহ সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আল্লাহ তা'আলার বাণী **يمحو الله ما يشاء ويثبت**-এর তাফসীরে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে অর্থাৎ শবে বরাতে বছরের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়। এ সময় আল্লাহ দুভার্গ্য, সৌভাগ্য, জীবন ও মৃত্যু ইত্যকার বিষয় থেকে যা ইচ্ছা মুছে দেন এবং অন্যগুলো ঠিক রাখেন। ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ। এর বিপক্ষে কোনো কথা নেই এবং এর মধ্যে কোনো ত্রুটিও নেই। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে তথা শবে বরাতে আর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ফেরেশতার নিকট তা অর্পন করেন শবে কদরে, অন্য বর্ণনায় আছে, রামাদানের সাতাশতম রাতে। বর্ণিত আছে যে, উভয় বর্ণনার মধ্যকার বিরোধ এভাবে শেষ হয়ে যায় যে প্রত্যেক বিষয়ের সূচনা হয় শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে এবং তা পূর্ণতা লাভ করে রামাদানের সাতাশতম রাতে। (আল বাহরুল মাদীদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪১)

উক্ত গ্রন্থে সূরা রা'দ-এর **يمحو الله ما يشاء** এর তাফসীরে গ্রন্থকার লিখেছেন,

(يمحو الله ما يشاء) من ديوان الأحياء، فيكتب في الأموات، (ويُثبتُ) من لا يموت. قيل : إن هذا الكتاب يُكتب ليلة القدر، أو ليلة النصف من شعبان، ويجمع بينهما بأن الكتابة تقع ليلة النصف، وإبرازه للملائكة ليلة القدر–

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জীবিতদের তালিকা থেকে যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন অতঃপর মৃতদের তালিকায় নিয়ে লিখে রাখেন এবং যারা মৃত্যুবরণ করবে না তাদের (জীবিতদের তালিকায়) ঠিক রাখেন। বর্ণিত আছে যে, এ লেখা শবে কদরে অথবা শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে হয়ে থাকে। এতদুভয় বর্ণনার মাধ্যমে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে যে, লেখার কাজটি শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে হয় এবং ফেরেশতাদের নিকট তা প্রকাশিত হয় শবে কদরে। (আল বাহরুল মাদীদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪৭)

উপরোল্লিখিত বিভিন্ন তাফসীরের উদ্ধৃতি থেকে এটি দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হলো যে, লাইলাতুম মুবারাকাহ এর ব্যাখ্যায় জমহুর মুফাসসিরীন শবে কদরকে গ্রহণ করলেও সাধারণভাবে শবে বরাতের ফযীলতকে কেউই অস্বীকার করেননি। বরং তাঁদের আলোচনা থেকে এটি প্রমাণিত যে, শবে বরাত একটি ফযীলতপূর্ণ রাত। মুফাসসিরীনে কিরাম এ রাত সম্পর্কে যে সকল হাদীস ও আছার বর্ণনা করেছেন, তা এ রাতের বিশেষত্বের পক্ষে দলীল।

চতুর্থ অধ্যায়
শবে বরাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

শবে বরাত সম্পর্কে হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল কিতাব থেকে কয়েকটি হাদীস এখানে উপস্থাপন করা হলো। পাশাপাশি বর্ণিত হাদীসটি প্রসিদ্ধ কোন কোন কিতাবে এসেছে তাও উল্লেখ করা হলো। তবে এর অর্থ এই নয় যে, উক্ত হাদীসটি অন্য কোনো কিতাবে নেই। বরং প্রত্যেকটি হাদীসই তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, তারীখসহ বিভিন্ন বিষয়ের অগণিত কিতাবে উল্লেখিত আছে।

এক.

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن–

অর্থাৎ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তাআলা শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর মুশরিক অথবা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান (অখণ্ড) পৃষ্ঠা ১৫১৪, হাদীস নং ৫৬৬৫)

হাদীসটি আরো যেসব গ্রন্থে এসেছে :

১. ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, খণ্ড ৩, হাদীস নং ৩৮৩৩
২. ইমাম বায়হাকী, ফাদ্বাইলুল আওকাত, পৃষ্ঠা ১১৯, হাদীস নং ২২
৩. ইমাম তাবারানী, আল মুজামুল কাবীর, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১০৯
৪. ইমাম তাবারানী, আল মুজামুল আওসাত, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৬
৫. হাফিয আল মুনযিরী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৩
৬. হাফিয নুরুদ্দীন আল হায়সামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬৫
৭. হাফিয ইবনু আবি আসিম, আসসুন্নাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৪

৮. হাফিয ইবনে আসাকীর, আত তারীখ, খণ্ড ২,পৃষ্ঠা ৩০২
৯. আবুল হাসান আল কায্‌বিনী, আল আমালী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২
১০. আবূ মুহাম্মদ আল জাওহারী, আল মাজলিস আস সাবিঈ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২
১১. মুহাম্মদ সুলাইমান আর রিবয়ী, জুযউ মিন হাদীসিহি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২
১২. শায়খ নাসির উদ্দিন আলাবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহাহ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৫, হাদীস নং-১১৪৪

শায়খ নাসিরউদ্দিন আলবানী তদীয় 'সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহা' গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করত এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-

حديث صحيح ، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا و هم معاذ ابن جبل و أبو ثعلبة الخشني و عبد الله بن عمرو و أبي موسى الأشعري و أبي هريرة و أبي بكر الصديق و عوف ابن مالك و عائشة –

অর্থাৎ এ হাদীসটি সহীহ। একদল সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে, যা একে অন্যকে শক্তিশালী করে। এ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কিরাম হলেন- ১. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) ২. আবূ সা'লাবা আল খুশানী (রা.) ৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) ৪. আবূ মূসা আল আশআরী (রা.) ৫. আবূ হুরায়রাহ (রা.) ৬. আবূ বকর (রা.) ৭. আউফ ইবনে মালিক (রা.) ৮. হযরত আয়িশাহ (রা.)। (সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৫, হাদীস নং ১১৪৪)
শব্দের সামান্য তারতম্যসহ পূর্বোক্ত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) ছাড়া বাকী ৭জন সাহাবীর বর্ণনা নিম্নরূপ :

দুই.

عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمن و يملي للكافرين و يدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه –

অর্থাৎ হযরত আবূ সা'লাবা আল খুশানী (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর মুশরিক ও হিংসা

বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন। (বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮১)

হাদীসটি আরো যেসব গ্রন্থে এসেছে :

১. ইবনু আবি আসিম, আস সুন্নাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২২
২. ইমাম বায়হাকী, ফাদ্বাইলুল আওকাত, হাদীস নং ২৩
৩. ইমাম বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮১-১৮২
৪. ইবনে আবি শায়বা, আল আরশ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১১৮
৫. আল মুনযিরী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০৮
৬. আত তাবারানী, আল মুজামুল কাবীর, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ২২৩
৭. দার কুতনী, আন নুযূল, পৃষ্ঠা ৮১, হাদীস নং ৬৫
৮. ইবনুল জাওযী, আল ইলাল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৬০
৯. ইমাম সুয়ূতী, আল জামিউস সগীর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৬
১০. নুরুদ্দীন আল হায়সামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১২৬

তিন.

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين مشاحن وقاتل نفس–

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে (শবে বরাত) আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করে দেন। তবে দুপ্রকার ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না। ১. হিংসা বিদ্বেষ পোষণকারী ২. মানুষ হত্যাকারী (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ২১৬)।

হাদীসটি আরো যেসব গ্রন্থে এসেছে :

১. হাফিয আল মুনযিরী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০৮
২. নুরুদ্দীন আল হায়সামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১২৬
৩. ইবনে তায়মিয়া, ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৭ (দারু আলামিল কুতুব সংস্করণ)
৪. হাসান ইবনে মুহাম্মদ আল খাল্লাল, আল আমালী, হাদীস নং ২
৫. ইবনুদ দুবাইসী, লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, হাদীস নং ২

চার.

عن أبي موسى الاشعري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان . فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن–

অর্থাৎ হযরত আবূ মুসা আল আশ'আরী (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর মুশরিক অথবা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন। (ইবনে মাজাহ, باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪৫)

হাদীসটি আরো যেসব গ্রন্থে এসেছে :

১. ইমাম বায়হাকী, ফাদ্বাইলুল আওকাত, হাদীস নং ২৯
২. দার কুতনী, আন নুযূল, পৃষ্ঠা ৯৫, হাদীস নং ৭৬
৩. ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮২
৪. ইমাম মুহিউস্‌সুন্নাহ বাগাবী, কিতাবুল মাসাবীহ, পৃষ্ঠা ১১৫
৫. শায়খ ওলীউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ
৬. হাফিয আল মুনযিরী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব
৭. হাফিয ইবনু আবি আসিম, আস সুন্নাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৩
৮. নাসির উদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহাহ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৫
৯. নাসির উদ্দীন আলবানী, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড ৩, হাদীস নং ২৭১৮।
১০. নাসির উদ্দীন আলবানী, সহীহ ইবনে মাজাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৩, হাদীস নং ১১৪০।

পাঁচ.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاحن –

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

অতঃপর মুশরিক অথবা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন। (মাজমাউয্ যাওয়াইদ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬৫, বাব- ما جاء في الشحناء)

হাদীসটি আরো যেসব গ্রন্থে এসেছে :

১. ইমাম বায্যার, কাশফুল আসতার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৩৬
২. খতীব বাগদাদী, আত তারীখ, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ২৮৫
৩. ইবনুল জাওযী, আল ইলাল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৫৯
৪. ইবনুদ দুবাইসী, লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, পৃষ্ঠা ৭৮

ছয়.

عن أبي بكر – يعني الصديق – قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كانت ليله النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا ما كان من مشرك أو مشاحن لأخيه –

অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর মুশরিক অথবা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন। (বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮০)

হাদীসটি আরো যেসব গ্রন্থে এসেছে :

১. নূরুদ্দীন আল হায়সামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১২৬
২. ইবনু আবি আসিম, আস সুন্নাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২২
৩. ইমাম বাগাভী, শরহুস সুন্নাহ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৭
৪. ইমাম ইবনে খুযাইমা, আত তাওহীদ, পৃষ্ঠা ৯০
৫. দার কুতনী, আন নুযূল, পৃষ্ঠা ৭৬, হাদীস নং ৬২-৬৩
৬. আল বায্যার, আল মুসনাদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০
৭. হাফিয ইবনে আদী আল জুরজানী, আল কামিল ফিদ দু'আফা (শব্দের কিছু তারতম্যসহ) খণ্ড ৫, হাদীস নং ১৪৬০
৮. আদ্দারিমী, আর রাদ্দ আলাল জাহমিয়্যাহ, হাদীস নং ১৩৬
৯. শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড ৩, হাদীস নং ২৭৬৯

সাত.

عن عوف رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لهم كلهم إلا لمشرك أو مشاحن -

অর্থাৎ হযরত আউফ ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর মুশরিক অথবা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন। (মুসনাদে বায্যার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২৩)

হাদীসটি আরো যেসব গ্রন্থে এসেছে :

১. ইবনে খুযায়মা, আত তাওহীদ, পৃষ্ঠা ৯০
২. আল বায্যার, কাশফুল আসতার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৩৬
৩. আবূ নআইম, আখবারে ইস্পাহান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২
৪. নুরুদ্দীন আল হায়সামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১২৬

আট.

فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نساءك فقال إن الله عز و جل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب-

অর্থাৎ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিছানায় পেলাম না তাই আমি তাঁকে খুঁজতে বের হলাম। বাকী নামক কবরস্থানে তাঁকে পেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি আশংকা করছ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার সাথে অন্যায় আচরণ করবেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি মনে করেছি আপনি আপনার অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন অতঃপর কালব গোত্রের পালিত বকরীর পশমের

পরিমাণের চেয়েও অধিক পরিমাণ লোকদের ক্ষমা করেন (তিরমিযী, باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৬; মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ৪৩, পৃষ্ঠা ১৪৬)।

হাদীসটি আরো যেসব গ্রন্থে এসেছে :

১. ইমাম ইবনে মাজাহ, আস সুনান, বাব- মা জাআ ফী লাইলাতিন নিসফি মিন শাবান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪৪, হাদীস নং ১৩৮৯
২. আবু বকর ইবনে আবি শায়বা, আল মুসান্নাফ, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৪৩৮, হাদীস নং ৯৯০৭
৩. ইসহাক ইবনে রাহবিয়াহ, আল মুসনাদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২৬
৪. ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮০
৫. ইমাম বায়হাকী, ফাদ্বাইলুল আওকাত, হাদীস নং ২৮
৬. দার কুতনী, আন নুযূল, পৃষ্ঠা ৯১, হাদীস নং ৭৩
৭. ইমাম বাগাভী, শরহুস সুন্নাহ, খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ১২৬, হাদীস নং ৯৯২
৮. হাফিয আল মুনযিরী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৩
৯. আবদ বিন হুমাইদ, আল মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৪
১০. ইবনুল জাওযী, আল ইলাল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৬

নাসির উদ্দীন আলবানী উপরাক্ত আটটি হাদীসের সনদ নিয়ে আলোচনা করে উপসংহারে যে কথাটি বলেছেন তা হলো-

وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب و الصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث، فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في " إصلاح المساجد " (ص 107) عن أهل التعديل و التجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح، فليس مما ينبغي الاعتماد عليه، ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع و عدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك . و الله تعالى هو الموفق –

অর্থাৎ সারকথা হলো, সম্মিলিতভাবে এ সকল সনদের ভিত্তিতে হাদীসটি (মুআয ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণিত হাদীস) সহীহ। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর চেয়ে

কম সংখ্যক সনদ হলেও হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়, যদি তা মারাত্মক দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়। এ হাদীসের অবস্থাও তেমন। শায়খ কাসিমী (র.) 'ইসলাহুল মাসাজিদ' গ্রন্থে আহলুত তা'দীল ওয়াল জারহ থেকে বর্ণনা করেন যে, শা'বানের মধ্যবর্তী রাতের ফযীলত বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। সুতরাং এর উপর নির্ভর করা উচিত নয়। যদি কেউ এরূপ কথা বলে বলে তাহলে অস্থির মানসিকতার কারণে অথবা হাদীসের বিভিন্ন সনদ যা আপনাদের সামনেই রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা করার গভীরতা না থাকার কারণেই বলে। আর আল্লাহ তা'আলাই তাওফীকদাতা। (সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহাহ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৫)

নয়.

عن علی بن أبی طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها . فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا . فيقول : ألا من مستغفر لی فأغفر له ! ألا مسترزق فأرزقه ! ألا مبتلى فأعافيه ! ألا كذا ألا كذا ، حتى يطلع الفجر " .

অর্থাৎ হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন শা'বানের মধ্যবর্তী রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে সালাত আদায় করবে আর দিনে সিয়াম পালন করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলেন : আছো কি কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করব। আছো কি কোনো রিয্ক প্রার্থনাকারী? আমি রিয্ক দান করব। আছো কি কোনো বিপদে নিপতিত ব্যক্তি? আমি সুস্থতা দান করব। আছো কি এমন? আছো কি এমন? এভাবে ফজর পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪৪, হাদীস নং ১৩৮৮)

আরো যেসব গ্রন্থে হাদীসটি এসেছে

১. ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৯, হাদীস নং ৩৮২২
২. ইমাম বায়হাকী, ফাদ্বাইলুল আওকাত (শব্দের কিছু তারতম্যসহ), পৃষ্ঠা ১৯
৩. ইমাম বাগাভী, কিতাবুল মাসাবীহ
৪. হাফিয আল মুনযিরী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৪
৫. ইমাম বুছিরী, মিসবাহুয যুজাযা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪, হাদীস নং ৪৮৬
৬. আল্লামা ফাকিহী, আখবারু মক্কা, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৪

দশ.

عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس قال : تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان قال : إن الرجل لينكح و يولد له و قد خرج اسمه في الموتى–

অর্থাৎ উসমান ইবনে মুগীরা ইবনে আখনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক শা'বান থেকে পরবর্তী শা'বান পর্যন্ত জীবনকাল নির্ধারিত হয়। এমনকি একজন মানুষ বিয়ে করে, তাঁর সন্তান হয় অথচ তার নাম মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় বের করে রাখা হয়ে গেছে। (শুআবুল ঈমান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮৬)

হাদীসটি আরো যেসব গ্রন্থে এসেছে

১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, জামিউল আহাদিস খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৩৩৪
২. দায়লামী, আল মুসনাদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৩
৩. ইবনে আবিদ দুনিয়া, আল মাওত, হাদীস নং ২৫২
৪. মুত্তাকী আল হিন্দী, কানযুল উম্মাল, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১০৮২
৫. হাসান ইবনে মুহাম্মদ আল খাল্লাল, আল আমালী, হাদীস নং ৫

এগার.

عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان ليلة النصف من شعبان فإذا مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فأعطيه فلا يسأل أحد إلا أعطي إلا زانية بفرجها أو مشرك

অর্থাৎ হযরত উসমান ইবনে আবিল আস (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন শা'বানের মধ্যবর্তী রাত (শবে বরাত) আসে তখন আল্লাহ পাক এই বলে আহবান করেন, তোমাদের মধ্যে কি কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কোনো প্রার্থনাকারী কি আছে? আমি তার চাহিদা পূর্ণ করে দেব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যেই চাইবে তাকে দান করা হবে, কেবল ব্যভিচারিনী ও মুশরিক ব্যতীত। (শুআবুল ঈমান, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮৩)

হাদীসটি আরো যেসব গ্রন্থে এসেছে :

১. হাসান ইবনে মুহাম্মদ আল খাল্লাল, আল আমালী, হাদীস নং ৪
২. ইবনুদ দুবাইসী, লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, হাদীস নং ৬
৩. আল খারাইতী, মুসায়ীল আখলাক, হাদীস নং ৪৯৬

বার.

লাতায়িফুল মা'আরিফ গ্রন্থে হাফিয ইবনে রজব হাম্বলী বিস্তারিত সনদসহ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটি নিম্নরূপ :

عن عطاء بن يسار قال: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيغفر لعباده كلهم إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم –

অর্থাৎ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শবে কদরের পর সর্বোত্তম রাত হলো শা'বানের মধ্যবর্তী রাত (শবে বরাত)। এ রাতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর মুশরিক, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী অথবা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্নকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন। (লাতায়িফুল মা'আরিফ, পৃষ্ঠা ১৯১)

এ হাদীসটি শব্দের কিছুটা তারতম্যসহ কানযুল উম্মালে বর্ণিত হয়েছে।

বর্ণিত হাদীসসমূহের সনদ পর্যালোচনা

প্রথম হাদীস

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يطلع الله...... فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن –

হাদীসটির সনদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরামের বক্তব্য

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণিত হাদীসটির সনদের প্রত্যেক বর্ণনাকারী অত্যন্ত বিশ্বস্থ ও নির্ভরযোগ্য। হাফিয নূরুদ্দীন আল হায়সামী বলেন,

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجالهما ثقات

অর্থাৎ উক্ত হাদীসটি ইমাম তাবারানী (র.) তদীয় আল মুজামুল কাবীর ও আল মুজামুল আওসাত-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। এ দু'গ্রন্থের সকল রাবী সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১২৬)

ইবনে রজব হাম্বলী বলেন-

إنه من أمثلها أيضا حديث رفعه يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الخ فإن ابن حبان صححه وكفى به عمادا –

অর্থাৎ উক্ত **يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الخ** হাদীসটি মারফু। হাদীসটিকে ইমাম ইবনে হিব্বান সহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হাদীসটির বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। (শরহে মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়াহ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪১২)

প্রখ্যাত উসূলে হাদীস বিশারদ আদনান আব্দুর রহমান বলেন-

رواه البيهقى فى فضائل الأوقات وإسناده حسن–

অর্থাৎ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী ফাদ্বাইলুল আওকাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদ হাসান। (তাহকীকু আদনান, পৃষ্ঠা ১৭৮)

এ হাদীস নিয়ে শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানীর বক্তব্য আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তার বক্তব্য হলো :

حديث صحيح، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا –

অর্থাৎ এ হাদীসটি সহীহ। এটি একদল সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা একে অপরকে শক্তিশালী করে।

দ্বিতীয় হাদীস

عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان ليلة النصف من شعبان .... ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه –

হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা

বর্ণিত হাদীসটির সনদ নিয়ে ইখতেলাফ রয়েছে। মাজমাউয যাওয়াইদ গ্রন্থে আছে, হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী আহওয়াস ইবনে হাকীম দুর্বল রাবী। (মাজমাউয যাওয়াউদ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬৫)

ইমাম বায়হাকী তদীয় শুআবুল ঈমানে উল্লেখ করেছেন :

وهو بين مكحول وأبي ثعلبة مرسل جيد –

অর্থাৎ হাদীসটি মাকহুল ও আবূ সা'লাবার মধ্যে মুরসাল।

নাসির উদ্দিন আলবানী তদীয় সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব এর মধ্যে হাদীসটিকে 'সহীহ লিগাইরিহি' বলেছেন (খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪, হাদীস নং ২৭৭১) এবং সহীহ জামিউস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু-এর মধ্যে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৭)।

তৃতীয় হাদীস

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين مشاحن وقاتل نفس–

হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা

এ হাদীসটিকে ইবনে তায়মিয়া তদীয় "ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম" গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন :

ورجاله ثقات إلا أن فيه ابن لهيعة تكلم فيه بعضهم–

অর্থাৎ এ সনদের সকল রাবী বিশ্বস্থ। তবে কেউ কেউ ইবনে লাহিআ সম্পর্কে আপত্তি করেছেন। (ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম (দারু আলামিল কুতুব, ৭ম সংস্করণ) খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৭)

হাফিয নুরুদ্দীন আল হায়সামী বলেন :

وابن لهيعة لين الحديث و بقية رجاله وثقوا–

অর্থাৎ এ হাদীসটির সনদে কেবল ইবনে লাহিআ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল, অন্য সকল রাবী বিশ্বস্থ। (মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১২৬)

হাফিয আল মুনযিরী বলেছেন : **رواه أحمد بإسناد لين** ইমাম আহমদ (র.) হাদীসটি দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। এর জবাবে নাসির উদ্দিন আলবানী বলেছেন :

لكن تابعه رشدين بن سعد بن حيي به . أخرجه ابن حيويه في " حديثه". فالحديث حسن –

অর্থাৎ এ হাদীসের সমর্থনে রশীদ ইবনে সা'দ ইবনে হুয়াই এর হাদীস রয়েছে। **ابن حيويه** তদীয় হাদীস গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি হাসান। (সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহাহ, খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ১৩৫)

শুআইব আল আরনাউত মুসনাদে আহমদ-এর তা'লীকে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তার বক্তব্য হলো- **صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة** অর্থাৎ হাদীসটি অন্য সনদ দ্বারা সমর্থিত হবার কারণে সহীহ, যদিও এ সনদটি ইবনে লাহিআর দুর্বলতার কারণে দুর্বল। (মুসনাদুল ইমাম আহমদ বি আহকামিল আরনাউত, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২২৮)

চতুর্থ হাদীস

عن أبى موسى الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان . فيغفر لجميع خلقه . إلا لمشرك أو مشاحن –

হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা

সুনানে ইবনে মাজার তাহকীক করতে গিয়ে মুহাক্কিক ফুয়াদ আবদুল বাকী লিখেছেন :

في الزوائد إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم – قال السندي ابن عرزب لم يلق أبا موسى . قاله المنذري كذا بخطه–

অর্থাৎ যাওয়াইদ এর মধ্যে আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিআর দুর্বলতা এবং ওলীদ ইবনে মুসলিম-এর তাদলীসের কারণে হাদীসটির সনদ দুর্বল। সিন্ধি বলেন, ইবনে আযরাব আবূ মুসা (রা.)-এর সাক্ষাত পাননি। মুনযিরী এরূপ বলেছেন।

নাসির উদ্দীন আলবানী তদীয় সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহাহ এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন :

وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة . وعبد الرحمن و هو ابن عرزب والد الضحاك مجهول

অর্থাৎ এ হাদীসটির সনদ দুর্বল ইবনে লাহিআর কারণে। আর ওয়ালিদের পিতা আব্দুর রাহমান ইবনে আযরাব একজন অপরিচিত রাবী। (সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৫)

অবশ্য শায়খ আলবানী তদীয় সহীহ ইবনে মাজার মধ্যে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীবের মধ্যে হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন :

(صحيح لغيره) ورواه ابن ماجه بلفظه من حديث أبي موسى الأشعري

-হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি। ইমাম ইবনে মাজা স্বীয় শব্দে আবূ মুসা আশআরী (রা.) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। (সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৩, হাদীস নং ২৭৬৮)

পঞ্চম হাদীস

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاحن –

হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা :

উক্ত হাদীসের সনদ সম্পর্কে হাফিয নুরুদ্দীন হায়সামী বলেছেন :

وفيه هشام بن عبد الرحمن ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

অর্থাৎ এ হাদীসের সনদে হিশাম ইবনে আব্দুর রহমান নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। আমি তাকে চিনি না। সনদের অন্য সকল রাবী বিশ্বস্থ। (মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১২৬)

হিশাম ইবনে আব্দুর রহমান সম্পর্কে ইমাম হায়সামীর জানা না থাকলেও তিনি ইমাম বুখারী (র.)-এর নিকট পরিচিত ছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় 'আত তারীখুল কাবীর' এর মধ্যে তার পরিচিতি তুলে ধরেছেন। কিন্তু তার কোন সমালোচনা করেননি (আত তারীখুল কাবীর, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৯৯)। সুতরাং হায়সামীর না জানার কারণে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে ইমাম বুখারীর জানার বিষয় অবগত হওয়ার মাধ্যমে তা দূর হয়ে যায়।

ষষ্ঠ হাদীস

عن أبي بكر – يعني الصديق – قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كانت ليله النصف ....فيغفر لعباده إلا ما كان من مشرك أو مشاحن لأخيه –

হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা

এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে হাফিয যকী উদ্দীন আল মুনযিরী বলেন :

أخرجه البزار والبيهقي بإسناد لا بأس به –

অর্থাৎ হাদীসটি বায্‌যার ও বায়হাকী এমন সনদে বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।

হাফিয নূরুদ্দীন আল হায়সামী বলেন :

وعبد الملك بن عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح و التعديل" و لم يضعفه . و بقية رجاله ثقات–

অর্থাৎ উপরোক্ত হাদীসটির সনদের মধ্যে আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল মালিক নামক একজন রাবী রয়েছেন যার সম্পর্কে ইমাম আবু হাতিম তার 'আল জারহ ওয়াত তাদীল' নামক কিতাবে আলোকপাত করেছেন, তবে তাকে তিনি দুর্বল সাব্যস্ত করেননি। এ ছাড়া সনদের বাকী সকল রাবী সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১২৬)

শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী তদীয় সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন :

(صحيح لغيره) والبزار والبيهقي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بنحوه بإسناد لا بأس به–

অর্থাৎ হাদীসটি সহীহ লি গাইরিহি। বায্‌যার ও বায়হাকী আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সূত্রে এমন সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাতে কোন অসুবিধা নেই। (সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪, হাদীস নং ২৭৬৯)

সপ্তম হাদীস

عن عوف رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ....إلا لمشرك أو مشاحن -

হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা

এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে হাফিয নুরুদ্দীন হায়সামী বলেন :

رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وثقه أحمد بن صالح وضعفه جمهور الأئمة وابن لهيعة لين وبقية رجاله ثقات

অর্থাৎ এ হাদীসটি বায্‌যার বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আব্দুর রাহমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আনআম নামে একজন রাবী রয়েছেন যাকে আহমদ ইবনে সালিহ বিশ্বস্থ বলেছেন এবং জমহুর আয়িম্মাহ দুর্বল বলেছেন। অপর এক বর্ণনাকারী ইবনে লাহিআ হলেন দুর্বল। এছাড়া সনদের অন্য সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্থ। (মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১২৬)

অষ্টম হাদীস

عن عائشة، قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة .... فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب ".

হাদীসটির পর্যালেচনা :

ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন :

حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة و الحجاج بن أرطاه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير –

অর্থাৎ আমি হযরত আয়িশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি এ সনদ (হাজ্জাজ বিন আরতাহ এর সনদ) ছাড়া অন্য কোনো সনদে পাইনি। আর আমি মুহাম্মদ বিন

ইসমাঈল বুখারী (র.)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, হাদীসটি দুর্বল। এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসির হযরত উরওয়া থেকে এবং হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসির থেকে শ্রবণ করেননি (সহীহ তিরমিযী, باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৬)। অর্থাৎ এ হাদীসের সনদের মধ্যে দুটো ইনকিতা বিদ্যমান। ফলে হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল।

তবে ইমাম বুখারী (র.)-এর উস্তাদ হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (র.) হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়র থেকে ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসিরের হাদীস শ্রবণ প্রমাণ করেছেন। (শরহে মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪১১)

উল্লেখ্য যে, হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণিত এ হাদীসটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইবনে মাজা, আবূ বকর ইবনে আবি শায়বা, ইমাম বায়হাকী, ইমাম বাগাভী (র.) এর মতো প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কিরাম স্ব স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন কিন্তু কেউই একে যঈফ বা দুর্বল বলে অভিহিত করেননি। আর ইমাম ইবনে হিব্বান (র.) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এছাড়া হাদীসটি উরওয়া ইবনে যুবায়র-এর সনদ ছাড়াও আরো চারটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। আর একাধিক সূত্রে বর্ণিত হবার কারণে এটি সহীহ লি গাইরিহী অথবা হাসান এর পর্যায়ভূক্ত। কেননা উলুমুল হাদীসের নিয়মানুযায়ী কোনো দুর্বল হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলে এবং দুর্বলতার কারণ রাবীর মিথ্যাবাদিতা ও পাপাচার না হলে সে হাদীস হাসান হাদীসের মর্যাদা লাভ করে। আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী বলেন :

والحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولو طريقا واحدا اخر ارتقى مجموع ذلك إلى درجة الحسن وكان محتجا به –

-যখন কোনো যঈফ (দুর্বল) হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হয় এমতাবস্থায় অপর সনদ মাত্র একটি হলেও সম্মিলিত সনদের বিবেচনায় হাদীসটি হাসান স্তরে উন্নীত হয়। এ প্রকার হাদীস হুজ্জাত তথা ইসলামী শরীআতের দলীল হিসেবে বিবেচিত। (কাওয়াইদ ফী উলুমিল হাদীস, পৃষ্ঠা ৭৮)

নবম হাদীস

عن على بن أبى طالب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كانت ليلة النصف من شعبان ، فقوموا ليلها وصوموا نهارها ...... حتى يطلع الفجر " .

হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা

উক্ত হাদীসের সনদে আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি সাবরাহ নামে একজন রাবী রয়েছেন, যার ক্ষেত্রে দুর্বলতার অভিযোগ রয়েছে। ইমাম যাহাবী (র.) 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة ضعفه البخاري وغيره

অর্থাৎ আবূ বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সাবরাহকে ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন।

ইমাম নাসায়ী (র.) বলেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস ছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) বলেন : **يضع الحديث** তিনি হাদীস জাল করেন। (মীযানুল ই'তিদাল, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫০৩)।

অবশ্য ইমাম যাহাবী (র.) ইবনে আবি সাবরাহ সম্পর্কে বলেছেন- **القاضى الفقيه** অর্থাৎ তিনি কাজী ও ফকীহ ছিলেন। (মীযানুল ই'তিদাল, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫০৩)।

শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী বলেছেন :

و هذا إسناد مجمع على ضعفه و هو عندي موضوع لأن ابن أبي سبرة رموه بالوضع –

অর্থাৎ এই হাদীসের দুর্বলতার বিষয়ে সকলেই একমত। আমার নিকট হাদীসটি জাল বা বানোয়াট হিসেবে বিবেচিত। কেননা এই হাদীসটির একজন রাবী ইবনু আবি সাবরাহ এর ব্যাপারে হাদীস জাল করার অভিযোগ রয়েছে। (সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দায়ীফা, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৫৪)

এখানে শায়খ আলবানী হাদীসটিকে মাওযূ বলেছেন। অধিকন্তু সংশ্লিষ্ট হাদীসের তা'লীকে লিখেছেন **موضوع السند** কিন্তু তার এ বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা হাদীসটি মাওযূ নয়, কেবলই দুর্বল। এমনকি শায়খ আলবানী যাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তাদের কেউই হাদীসটিকে মাওযূ বলেননি। যেমন- তিনি উল্লেখ করেছেন-

و قال البوصيري في " الزوائد " : " إسناده ضعيف لضعف ابن أبي سبرة واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة . قال فيه أحمد بن حنبل و ابن معين

" : (ص 143) " و قال ابن رجب في " لطائف المعارف " . يضع الحديث :
إسناده ضعيف "

অর্থাৎ আল্লামা বুসিরী যাওয়াইদ এর মধ্যে বলেছেন, ইবনে আবি সাবরাহর কারণে এ হাদীসের সনদ দুর্বল। তার নাম হলো আবূ বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি সাবরাহ। ইমাম আহমদ ও ইবনে মুঈন বলেছেন, তিনি হাদীস জাল করেন। ইবনে রজব লাতাইফুল মা'আরিফ এর মধ্যে বলেছেন এ হাদীসের সনদ দুর্বল (সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দায়ীফা, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৫৪)।

অধিকন্তু ইবনুল জাওযীসহ যারা ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হাদীসের সনদসমূহ যাচাই-বাছাই করেছেন এবং এগুলোর চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে ১৭টি মাওযূ হাদীস চিহ্নিত করেছেন তাদের কেউই এ হাদীসটিকে মাওযু বলেননি।

দশম হাদীস

عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس قال : تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان قال : إن الرجل لينكح و يولد له و قد خرج اسمه في الموتى–

হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আল্লামা ইবনে কাসির (র.) তদীয় তাফসীরে এ হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন। আর মুরসাল হাদীস সাধারণভাবে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এ প্রসঙ্গে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে।

আল্লামা আহমদ ইবনুস সিদ্দীক আল গুমারী আল মাগরিবী (র.) স্বীয় রিসালা 'আল মান্হুল মাতলূবাহ ফী ইস্তিহবাবি রাফঈল ইয়াদাইন ফিদ্ দু'আ বা'দাল সালাওয়াতিল মাকবতূবাহ' এর মধ্যে লিখেছেন, ইবনে জারীর তাবারী (র.) বলেন, তাবিঈগণ তাদের বিবেচনা দ্বারা মুরসাল গ্রহণীয় হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাবিঈগণ থেকে মুরসাল অস্বীকারের বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি। এমনকি তাঁদের পরবর্তীতে দ্বিতীয় শতাব্দি পর্যন্ত কোনো একজন ইমাম থেকেও মুরসাল অস্বীকারের বিষয় উত্থাপিত হয়নি। (ছালাছু রাসাইল ফী ইস্তিহবাবিদ দু'আ, আল মান্হুল মাতলূবাহ, পৃষ্ঠা ৮২)

একাদশ হাদীস

عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان فإذا مناد هل من مستغفر فاغفر له ... إلا زانية بفرجها أو مشرك –

হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা

এ হাদীসের সকল রাবী বিশ্বস্থ ও নির্ভরযোগ্য। তবে একজন রাবী জামি ইবনুস সাবীহ আর রামালী সম্পর্কে হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন :

ذكره عبد الغني بن سعيد في المشتبه وقال ضعيف

অর্থাৎ আব্দুল গণী ইবনে সাঈদ তার 'আল মুশতাবাহ' গ্রন্থে তার আলোচনা করেছেন এবং তাকে যঈফ বলেছেন। (লিসানুল মিজান, খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৯৩)

দ্বাদশ হাদীস

عن عطاء بن يسار قال: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من ليلة النصف ... فيغفر لعباده كلهم إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم–

হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা

এ হাদীসটি ইবনে রজব হাম্বলী লাতায়িফুল মা'আরিফ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সনদ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি।

হাদীস পর্যালোচনার সার-সংক্ষেপ

শবে বরাত সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হলো যে, বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে সহীহ, হাসান ও যঈফ এ তিন ধরনের হাদীসই রয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে কোনোটিই মাওযূ নয়। আধুনিক সময়ে হাদীসের উপর সর্বাধিক আক্রমণকারী শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী পর্যন্ত বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে একটিকে সহীহ এবং অপর আরো চারটিকে সহীহ লিগাইরিহি বা হাসান বলেছেন। সারকথা হলো বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কোনো কোনোটি সনদের দিক থেকে দুর্বল হলেও সম্মিলিত সনদের বিবেচনায় কোনোটিই হাসান স্তরের নীচে নয়। এ হাদীসসমূহ বিভিন্ন সনদে বর্ণিত এবং একটি অপরটিকে সমর্থন করছে। ফলে এগুলোর দুর্বলতা আর থাকছে না।

আমলের ক্ষেত্রে যঈফ (দুর্বল) হাদীস গ্রহণযোগ্য

প্রকাশ থাকে যে, এখানে উল্লেখিত কোনো কোনো হাদীস সনদের দিক থেকে দুর্বল। তবে এগুলো পৃথক পৃথক সনদে বর্ণিত। যদি কোনো হাদীস সনদের দিক থেকে দুর্বল হয় অতঃপর বিভিন্ন সনদ দ্বারা তা সমর্থিত হয় তবে তার দুর্বলতা রহিত হয়ে যায়। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এরূপই বলেছেন। ইতোপূর্বে নাসির উদ্দীন আলবানীর বক্তব্যেও আমরা তাই পেয়েছি। এখানে বর্ণিত হাদীসগুলোর কোনো কোনোটি দুর্বল হলেও এগুলো পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করছে। ফলে এগুলোর দুর্বলতা আর থাকছে না।

তাছাড়া সকল মাযহাবের উলামা-মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কিরামের নিকট দুর্বল হাদীসও আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী (র.) তদীয় 'আল আযকার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

قال العلماءُ من المحدِّثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً–

অর্থাৎ মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহা এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেছেন, যঈফ (দুর্বল) হাদীস যদি মওদূ (বানোয়াট) পর্যন্ত না পৌঁছে তবে ফাযাইল, উৎসাহ প্রদান ও নিরুৎসাহিত করণের ক্ষেত্রে এর উপর আমল করা জায়িয ও মুস্তাহাব। (আল আযকার, পৃষ্ঠা ৮)

অবশ্য কোনো হাদীস মাওযূ তথা বানোয়াট হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে পরিত্যাজ্য। কেননা মাওযূ হাদীস মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী নয়, বরং তা তাঁর নামে প্রচলিত। উসূলে হাদীসের পরিভাষায়, যদি বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) যা বলেননি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর বরাত দিয়ে তা বর্ণনা করে তবে তার বর্ণিত হাদীসকে বলা হয় মাওযূ বা বানোয়াট।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোনো কথাই দুর্বল নয়। মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসের ক্ষেত্রে সহীহ, হাসান, যঈফ ইত্যাদি যে সকল পরিভাষা ব্যবহার করেন তা সনদ তথা বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতা ও গুণাগুণ বিবেচনায়। উসূলে হাদীসের কিতাবে আছে, তিন কারণে হাদীস যঈফ হয়ে থাকে :

১. বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণতা, স্মরণশক্তি ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমালোচিত হলে।

২. বর্ণনাকারী অপরিচিত হলে। কারণ এতে জানা যায় না তিনি নির্ভরযোগ্য কি না?

৩. বর্ণনাধারা (সনদ) মুত্তাসিল বা সংযুক্ত না হলে। কারণ এতে জানা যায় না যে, মধ্যখান হতে যে বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে তিনি বিশ্বস্থ কি না?

মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণে বর্ণনাকারীদের সার্বিক গুণাবলীর চুল-চেরা বিশ্লেষণ করেন এবং সাথে সাথে সনদের সবলতা ও দুর্বলতার দিকটাও তুলে ধরেন। সবলতা ও দুর্বলতা নির্ণয়ে সব মুহাদ্দিসীনের নীতি আবার এক নয়। ইমাম বুখারী (র.) হাদীস গ্রহণে যেরূপ কঠোর শর্তারোপ করেছেন অন্যরা তা করেননি। তাইতো দেখা যায় ইমাম মুসলিম (র.)-এর বিবেচনায় যে সব হাদীস সহীহ, ইমাম বুখারী (র.)-এর বিবেচনায় তার কোনো কোনোটি সহীহ নয়। স্বয়ং ইমাম মুসলিম (র.) বলেন, যেসব হাদীস মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট সহীহ ও নির্দোষ হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু আমাদের আলোচিত ব্যক্তি (ইমাম বুখারী)-এর নিকট যঈফ (দুর্বল) হিসেবে চিহ্নিত, যদি আমরা এগুলোর পরিপূর্ণ সংখ্যা হিসেব করার চেষ্টা করি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অসমর্থ হয়ে পড়বো এবং সবগুলোর আলোচনা করাটাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। (মুকাদ্দামায়ে সহীহ মুসলিম)

যাই হোক, মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাদের অনুসৃত নীতির ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে সবল হাদীসকে সবল এবং দুর্বল হাদীসকে দুর্বল বলে দিয়েছেন। কিন্তু তারা এ কথা বলেননি যে, দুর্বল হাদীস (যঈফ) কোনো ক্ষেত্রেই গ্রহণীয় নয়। মূলত দুর্বল হাদীস আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় বলেই উলামা, মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরীনে কিরাম তাদের স্ব স্ব কিতাবে ফযীলত ও আমলের বর্ণনায় এ ধরণের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়
শবে বরাত সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তি ও এর জবাব

প্রথম বিভ্রান্তি : কুরআন ও হাদীসে শবে বরাতের উল্লেখ নেই

কেউ কেউ বলে থাকেন কুরআন হাদীসে শবে বরাতের উল্লেখ নেই। এ ক্ষেত্রে তারা বলতে চান যে শবে বরাত শব্দ কুরআন ও হাদীসে নেই। তাদের এ বক্তব্য অত্যন্ত বিভ্রান্তিমূলক এবং জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার অপচেষ্টা মাত্র। নতুবা, জ্ঞানীমাত্রই জানেন যে শবে বরাত শব্দদ্বয় ফার্সী। আর কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী। সুতরাং ফার্সী এ শব্দদ্বয় কিভাবে কুরআন হাদীসে পাওয়া যাবে? আমরা যদি বলি নামায ও রোযা শব্দদুটিও কুরআন-হাদীসে নেই তাহলে অভিযোগকারীগণ কি বলবেন?

আসল কথা হলো, কুরআন-হাদীসে নামায ও রোযা শব্দদ্বয় যেমন নেই তেমনি শবে বরাত শব্দও নেই। কারণ, এ শব্দগুলো ফারসী। তবে নামায ও রোযার আরবী পরিভাষা সালাত ও সাওম কুরআন ও হাদীসে আছে। অনুরূপভাবে শবে বরাত বলতে আমরা ১৪ শা'বান দিবাগত যে রাত বুঝি সে রাতের আরবী পরিভাষা 'লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান' বিভিন্ন হাদীসে আছে। আর 'লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান' ও 'লাইলাতুল বারাআত' পরিভাষাদ্বয় তাফসীর গ্রন্থ, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও উলামায়ে কিরামের লিখনীতে অগণিত বার উল্লেখিত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত তাফসীরগ্রন্থ ও হাদীসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে-তাবিঈন ও উলামায়ে কিরামের বক্তব্যের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছেন। অতএব এ বিষয়ে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি : শবে বরাত সম্পর্কে কোনো সহীহ বা নির্ভরযোগ্য হাদীস নেই

শবে বরাত সম্পর্কে দ্বিতীয় বিভ্রান্তি এই যে কেউ কেউ বলে থাকেন এ রাতের ফযীলত বিষয়ে কোনো সহীহ বা নির্ভরযোগ্য হাদীস নেই। এ বক্তব্যের জবাবে

আল্লামা আনোয়ার শাহ কশ্মিরী (র.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি তিরমিযী শরীফে হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

هذه الليلة ليلة البراءة وصح الروايات في فضل ليلة البراءة ، وأما ما ذكر أرباب الكتب من الضعاف والمنكرات فلا أصل لها

অর্থাৎ এ রাত হলো লাইলাতুল বারাআত। আর লাইলাতুল বারাআত-এর ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ সহীহ। বিভিন্ন গ্রন্থকার যঈফ ও মুনকার বলে যা উল্লেখ করেছেন এর কোনো ভিত্তি নেই। (আরফুশ শাযি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭১)

ইবনে তায়মিয়া একজন গায়র মুকাল্লিদ আলিম ছিলেন। অবশ্য তিনি নিজেকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী দাবী করতেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাথে বিভিন্ন মাসআলায় তার বিরোধ রয়েছে। তিনি কবর যিয়ারত এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরকে নাজায়িয বলেছেন। লা-মাযহাবী ও আধুনিক সালাফীগণ তাকে ইমাম হিসেবে মান্য করেন। তিনি শবে বরাত সম্পর্কিত কোনো কোনো হাদীসের সনদের সমালোচনা করলেও স্বীকার করেছেন যে শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে অনেক মারফূ হাদীস ও আছার রয়েছে। তার বক্তব্য হলো-

فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة، وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها. وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة. ومن العلماء: من السلف، من أهل المدينة، وغيرهم من الخلف، من أنكر فضلها، وطعن في الأحاديث الواردة فيها، كحديث: "إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب". وقال: لا فرق بينها وبين غيرها. لكن الذي عليه كثير من أهل العلم، أو أكثرهم، من أصحابنا وغيرهم –على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد، لتعدد الأحاديث الواردة فيها، وما يصدق ذلك من الآثار السلفية، وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن. وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر–

অর্থাৎ শা'বানের মধ্যবর্তী রাতের ফযীলত সম্পর্কে অনেক মারফূ হাদীস ও আছার বর্ণিত হয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে এটি একটি মর্যাদাবান রাত। সলফে

সালিহীনের কেউ কেউ এ রাতকে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতেন। আর শা'বান মাসের রোযার বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। পূর্বসূরীদের মধ্যে মদীনা শরীফের বাসিন্দা কোনো কোনো আলিম এবং তাদের পরবর্তী কোনো কোনো আলিম এ রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করেছেন এবং এ সম্পর্কিত হাদীসের সমালোচনা করেছেন, যেমন- **إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب**–এ হাদীসের সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীস এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য হাদীসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু আমাদের হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী এবং অন্যান্য অনেক উলামায়ে কিরাম বা বেশিরভাগ উলামায়ে কিরাম-এর অভিমত শবে বরাতের ফযীলতের পক্ষে। ইমাম আহমদ (র.) বর্ণিত হাদীস এ বিষয়ে দলীল। কেননা এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে আর সলফে সালিহীনের আছারও এ বিষয়টিকে সত্য প্রমাণিত করে। মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থেও শবে বরাতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে অন্য কিছু মাওযূ বিষয় রয়েছে। (ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম, পৃষ্ঠা ২৫৭)
তবে তিনি এ রাতে জাগ্রত থাকার জন্য জমায়েত হওয়া ও আলফিয়া নামাযকে বিদ'আত বলেছেন। তিনি বলেন-

وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في السلف من يصلي فيها لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة وكذلك الصلاة الألفية

অর্থাৎ শা'বানের মধ্যবর্তী রাতের মধ্যে বিশেষত্ব রয়েছে। সলফে সালিহীনের কেউ কেউ এ রাতে নামায আদায় করতেন। তবে এ রাতে জাগ্রত থাকার জন্য মসজিদে জমায়েত হওয়া বিদ'আত। অনুরূপভাবে আলফিয়া নামাযও বিদ'আত। (ইবনে তায়মিয়া, আল ফাতাওয়া আল কুবরা, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৪২)

একইভাবে সাম্প্রতিক সময়ে যিনি হাদীসের সনদ নিয়ে অধিক আলোচনা-সমালোচনা করেছেন এবং পূর্বসূরী মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতামতকে পাশ কাটিয়ে নিজস্ব বিবেচনায় বিভিন্ন হাদীসকে যঈফ, মাওযূ ইত্যাদি বলেছেন এমনকি ইমাম বুখারী (র.)-এর 'আদাবুল মুফরাদ', ইমাম তিরমিযী (র.)-এর 'সুনানে তিরমিযী', ইমাম ইবনে মাজাহ (র.)-এর 'সুনানে ইবনে মাজা'সহ মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন সহীহ হাদীসের কিতাবের বিভিন্ন হাদীসকে যঈফ বলেছেন, এমনকি উক্ত হাদীসের কিতাবসমূহকে সহীহ ও যঈফ এ দুভাগে বিভক্ত করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন

সেই নাসির উদ্দীন আলবানীও শবে বরাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলেছেন এবং শবে বরাতের ফযীলতকে স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে তার বক্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণিত হাদীস : 'আল্লাহ তাআলা শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর মুশরিক ও হিংসা বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন' সম্পর্কে বলেছেন-

حديث صحيح ، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا و هم معاذ ابن جبل و أبو ثعلبة الخشني و عبد الله بن عمرو و أبي موسى الأشعري و أبي ريرة و أبي بكر الصديق و عوف ابن مالك و عائشة .

অর্থাৎ এ হাদীসটি সহীহ। একদল সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে, যা একে অন্যকে শক্তিশালী করে। এ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কিরাম হলেন- ১. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) ২. আবূ সা'লাবা আল খুশায়নী (রা.) ৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) ৪. আবূ মূসা আল আশআরী (রা.) ৫. আবূ হুরায়রাহ (রা.) ৬. আবূ বকর (রা.) ৭. আউফ ইবনে মালিক (রা.) ৮. হযরত আয়িশাহ (রা.)।
সুতরাং শবে বরাত সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস নেই এ রকম কথা বলা নিঃসন্দেহে মুর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন পূর্বোক্ত শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী বলেছেন, শায়খ কাসিমী (র.) 'ইসলাহুল মাসাজিদ' গ্রন্থে আহলুত তা'দীল ওয়াল জারহ থেকে বর্ণনা করেন যে, শা'বানের মধ্যবর্তী রাতের ফযীলত বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। সুতরাং এর উপর নির্ভর করা উচিত নয়। যদি কেউ এরূপ কথা বলে তাহলে তা অস্থির মানসিকতার কারণে অথবা হাদীসের বিভিন্ন সনদ, যা আপনাদের সামনেই রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা করার গভীরতা না থাকার কারণেই এরূপ বলে থাকে। (সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৫)

তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাকার আবদুর রহমান মুবারকপুরীও একজন লা-মাযহাবী আলিম ছিলেন। তিনি আয়িশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন-

اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلا–

অর্থাৎ জেনে রাখো, শা'বানের মধ্যবর্তী রাতের (শবে বরাতের) ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেগুলো সম্মিলিতভাবে প্রমাণ করে যে শবে বরাতের ভিত্তি রয়েছে। (তুহফাতুল আহওয়াযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬৫)
আবদুর রহমান মুবারকপুরী উপরোক্ত বক্তব্যে পর শবে বরাত সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করত এগুলোর সনদ আলোচনা শেষে বলেন-

فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شئ والله تعالى أعلم

অর্থাৎ যারা বলে থাকেন শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে কোনো প্রমাণ্য দলীল নেই এ সকল হাদীস সম্মিলিতভাবে তাদের বিপক্ষে দলীল। (তুহফাতুল আহওয়াযী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬৭)

তৃতীয় বিভ্রান্তি : শবে বরাতকে ভাগ্য রজনী বলা যাবে না

শবে বরাত সম্পর্কে আরেকটি বিভ্রান্তি এই যে, কেউ কেউ বলে থাকেন শবে বরাতের ফযীলত যেহেতু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় সেহেতু একে 'শবে বরাত' তথা ভাগ্য রজনী বলা বা এরূপ বিশ্বাস করা ঠিক নয়। কেননা আকীদা বা বিশ্বাসের জন্য সহীহ হাদীস থাকা বাঞ্চনীয়। এর জবাবে আমাদের বক্তব্য হলো- শবে বরাতের ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যা ইতোপূর্বেকার আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে। আর ফার্সী 'বরাত' শব্দের অর্থ 'ভাগ্য' হলেও আসলে শবে বরাত দ্বারা ভাগ্য রজনী নয়; বরং মুক্তির রজনীই উদ্দেশ্য। কেননা মূলত: আরবী 'লাইলাতুল বারাআত' বুঝাতেই ফার্সী 'শবে বরাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ রাতে আল্লাহ তাঁর অনেক বান্দাকে গুনাহ থেকে মুক্তি প্রদান করেন বলে এ রাতের নাম লাইলাতুল বারাআত-মুক্তির রজনী। যেমন তাফসীরের বিভিন্ন কিতাবে এ রাতের নামকরণ সম্পর্কে আছে- 'কর আদায়কারী যখন কর আদায় করে তখন করদাতাদের জন্য মুক্তিনামা লিখে দেয়। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ এ রাতে তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য মুক্তিনামা লিখে দেন।'
অবশ্য সাধারণ মানুষ শবে বরাতকে ভাগ্য রজনী মনে করে থাকেন। যেহেতু শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীসে রয়েছে 'আল্লাহ তাআলা শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর মুশরিক ও হিংসা বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন' সেহেতু এ

রাতকে সৌভাগ্যের রজনী বলা যেতে পারে। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমার চেয়ে উত্তম সৌভাগ্যের আর কি আছে?
উল্লেখ্য যে, নামের সাথে সব সময় বিশ্বাসের সম্পর্ক হয় না। নাম এমনও হতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর পূর্ণ অংশ নয়। যেমন কুরআন শরীফের সূরাসমূহের নাম। সূরার অন্তর্ভূক্ত কোনো বিষয় বা শব্দের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ সূরার নাম রাখা হয়েছে। আবার নাম এমনও হতে পারে যা দ্বারা বাহ্যত পূর্ণ বিষয়কেই বুঝায় অথচ নাম দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অংশবিশেষ কেবল উদ্দিষ্ট থাকে। আবার কখনো কখনো সম্মানার্থে কোনো বিষয়ের নাম সম্মানিত ব্যক্তি বা সম্মানিত সত্তার সাথে সম্পর্কিত করে রাখা হয়। যেমন কা'বা ঘরের নাম হলো বায়তুল্লাহ- আল্লাহর ঘর। এ থেকে কি এই আকীদা পোষণ করা যাবে যে, কা'বা ঘরে আল্লাহ থাকেন? (নাউযুবিল্লাহ)
অতএব, শবে বরাত নাম নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এ রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করা সমীচীন নয়।

চতুর্থ বিভ্রান্তি : শবে বরাতের প্রচলন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে হয়নি

শবে বরাত সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, এ রাতের প্রচলন নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হয়নি বরং শিয়ারাই এর প্রচলন ও প্রসার ঘটিয়েছে। তাদের এ বক্তব্যের জবাব ইতোপূর্বেকার আলোচনার মধ্যেই রয়েছে। তাছাড়া শবে বরাত সম্পর্কে যেখানে সহীহ হাদীস রয়েছে সেখানে এ ধরনের অভিযোগ অভিযোগকারীর অজ্ঞতারই পরিচায়ক।
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাতকে মুসলিম উম্মাহ যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে এবং এ রাতে ইবাদত-বন্দেগী ও দু'আ-মুনাজাতে বিশেষভাবে রত হয় তার মূল উৎস হলো হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে গুরুত্বের সাথে এ রাতে জাগ্রত থেকেছেন, ইবাদত-বন্দেগি করেছেন, জান্নাতুল বাকী কবরস্থান যিয়ারত করেছেন, মৃত মুসলমানদের জন্য দু'আ-ইস্তিগফার করেছেন, নিজে বিশেষ দু'আ করছেন এবং হযরত আয়িশা (রা.)-কে একটি দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন আর বলেছেন, তুমি এ দু'আ শিখে নাও এবং অন্যদের শিক্ষা দাও।
তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম শা'বান মাস ও শবে বরাতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাবিঈন, তাবে তাবিঈন ও আইয়্যাম্মায়ে মুজতাহিদ এ রাতে জাগ্রত

থেকে ইবাদত বন্দেগি করেছেন। পাশাপাশি মানুষদের এ রাতে ইবাদত বন্দেগি করতে উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং শবে বরাতের প্রচলন নিয়ে অহেতুক বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, শবে বরাতের ফযীলত ও আমল ভিত্তিহীন নয়। বরং এ রাত অত্যন্ত বরকতময় ও ফযীলতপূর্ণ। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এ রাতে আল্লাহ তা'আলা মুশরিক ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত তাঁর সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। একজন মুমিন বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তির চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত এ ক্ষমা তথা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় এবং তাঁর আরো অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় এ রাত ইবাদত বন্দেগিতে কাটানো উচিত। হাদীসের সনদের দুর্বলতার অভিযোগ তুলে যারা মানুষদের এ পূণ্য রজনীর বরকত থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা করেন আল্লাহ তাদের সকলকে সঠিক বোধশক্তি দান করুন, আমীন।

গ্রন্থপঞ্জি

আল কুরআনুল কারীম ও তাফাসীর

১. আল কুরআনুল কারীম।

২. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ ইবনে আবূ বকর ইবনে ফার্‌হ আল আনসারী আল কুরতুবী (ওফাত : ৬৭১ হিজরী), আল জামি' লি আহকামিল কুরআন, দারু আলামিল কুতুব, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪২৩ হিজরী।

৩. আল্লামা আবুল কাসিম জারুল্লাহ মাহমুদ ইবনে উমার আয্‌ যামাখশারী আল খাওয়ারিজমী, (ওফাত : ৫৩৮ হিজরী), আল কাশশাফ, মাকতাবাতু মিস্‌র, মিশর, ২০০০ ঈসায়ী।

৪. আল্লামা আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল বাগদাদী আল খাযিন (ওফাত : ৭২৫ হিজরী), লুবাবুত তা'বীল ফী মা'আনিত তানযীল (তাফসীরে খাযিন), দারুল ফিকর, বায়রুত, লেবানন, ১৩৯৯ হিজরী, ১৯৭৯ ঈসায়ী।

৫. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমার ইবনে কাসীর আল কুরাশী আদ্‌ দামিশকী (ওফাত : ৭৭৪ হিজরী), তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, দারু তায়্যিবাহ, ১৪২০ হিজরী, ১৯৯৯ ঈসায়ী

৬. ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান ইবনে আবূ বকর আস সুয়ূতী (ওফাত : ৯১১ হিজরী), আদদুররুল মানছুর, দারুল ফিকর, বায়রুত লেবানন, ১৯৯৩ ঈসায়ী

৭. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী ইবনে মুস্তফা আল ইস্তাম্বুলী আল হানাফী (ওফাত : ১১৩৭ হিজরী), তাফসীরে রূহুল বয়ান, দারু ইহ্‌ইয়াইত তুরাছ আল আরবী, বায়রুত, লেবানন।

৮. আল্লামা মাহমুদ আল আলূসী আবুল ফদ্বল (ওফাত : ১২৭০ হিজরী), রূহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবঈল মাছানী, দারু ইহ্‌ইয়াইত তুরাছ আল আরবী, বায়রুত, লেবানন।

৯. আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাহদী ইবনে আজীবাহ আল হাসানী আল ইদরিসী আশ শাযুলী, আল বাহরুল মাদীদ, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত, লেবানন, ১৪২৩ হিজরী, ২০০২ ঈসায়ী।
১০. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল মাওয়ারদী আল বসরী, আন নুকতু ওয়াল উয়ূন (তাফসীরে মাওয়ারদী), দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত, লেবানন।

হাদীস, উলূমুল হাদীস ও শরহুল হাদীস

১১. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (ওফাত : ২৫৬ হিজরী), সহীহুল বুখারী, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো-মিশর, ১৪২৩ হিজরী, ২০০২ ঈসায়ী।
১২. ইমাম আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরী (ওফাত : ২৬১ হিজরী), সহীহ মুসলিম, দারু ইবনে হায্ম, কায়রো-মিশর, ১৪২৯ হিজরী, ২০০৮ ঈসায়ী।
১৩. ইমাম আবূ বকর আব্দুর রায্যাক ইবনে হুমাম আস সান‘আনী (ওফাত : ২২১ হিজরী), মুসান্নাফু আব্দির রায্যাক, আল মাকতাবাতুল ইসলামী, বায়রুত, লেবানন, ১৪০৩ হিজরী।
১৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (ওফাত : ২৪১ হিজরী), আল মুসনাদ, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বায়রুত, লেবানন, ১৪২০ হিজরী, ১৯৯৯ ঈসায়ী।
১৫. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাহ আত তিরমিযী (ওফাত : ২৭৯ হিজরী), দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত, ১৯৮৭ ঈসায়ী।
১৬. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ (ওফাত : ২৭৫ হিজরী), সুনানু ইবনে মাজাহ, দারুল ফিকর, বায়রুত, লেবানন।
১৭. ইমাম আবূ বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আব্দুল খালিক আল বসরী আল বায্যার (ওফাত : ২৯২ হিজরী), মুসনাদুল বায্যার, মাওকাউ শাবাকাতি মিশকাতিল ইসলামিয়া।

১৮. ইমাম আবূ আব্দুর রাহমান আহমদ ইবনে শু‘আইব আন নাসাঈ (ওফাত : ৩০৩ হিজরী), আস সুনানুল কুবরা, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত, লেবানন, ১৪১১ হিজরী. ১৯৯১ ঈসায়ী।
১৯. ইমাম আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান আল খুরাসানী (ওফাত : ৩৫৪ হিজরী), সহীহ ইবনে হিব্বান, দারুল মা‘আরিফ, বায়রুত, লেবানন, ১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ ঈসায়ী।
২০. ইমাম আবুল কাসিম সুলায়মান ইবনে আহমদ আত তাবারানী (ওফাত : ৩৬০ হিজরী), আল মুজামুল কাবীর, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হিজরী, ১৯৮৩ ঈসায়ী।
২১. ইমাম আবুল কাসিম সুলায়মান ইবনে আহমদ আত তাবারানী (ওফাতঃ ৩৬০ হিজরী), আল মুজামুল আওসাত, দারুল হারামাইন, কায়রো-মিশর, ১৪১৫ হিজরী।
২২. ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন আল বায়হাকী (ওফাত : ৪৫৮ হিজরী), কিতাবু ফাদাইলুল আওকাত, দারু ইবনে হাযম, বায়রুত, লেবানন, ১৪২৪ হিজরী, ২০০৩ ঈসায়ী।
২৩. ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন আল বায়হাকী (ওফাত : ৪৫৮ হিজরী), শুআবুল ঈমান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত, লেবানন, ১৪১০ হিজরী।
২৪. ইমাম হাফিয আবূ মুহাম্মদ যকী উদ্দীন আবদুল আযীম ইবনে আবদুল কাওয়ী আল মুনযিরী (ওফাত : ৬৫৬ হিজরী), আত্তারগীব ওয়াত তারহীব, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত, লেবানন, ১৪১৭ হিজরী।
২৫. আল্লামা মুহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ আন নববী, (ওফাত ৬৭৬ হিজরী), আল আযকার মিন কালামি সায়্যিদিল বাশার, মুআসসাসাতুল কুতুব আসসাকাফিয়্যাহ, বায়রুত, লেবানন, ১৪২১ হিজরী, ২০০০ ঈসায়ী।
২৬. আল্লামা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান আয যাহাবী (ওফাত : ৭৪৮ হিজরী), মীযানুল ই’তিদাল ফী নাকদির রিজাল, দারুল মা’রিফাহ, বায়রুত, লেবানন

২৭. আল্লামা নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবূ বকর আল হায়সামী (ওফাত : ৮০৭ হিজরী), মাজমাউয্ যাওয়াইদ ওয়া মান্বাউল ফাওয়াইদ, দারুল ফিকর, বায়রুত, লেবানন, ১৪১২ হিজরী।
২৮. আল্লামা আবুল ফদ্বল আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজার আসকালানী (ওফাত : ৮৫২ হিজরী), আত তালখীসুল হাবীর ফী তাখরিজি আহাদিসির রাফিঈ আল কাবীর, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত, লেবানন, ১৪১৯ হিজরী, ১৯৮৯ ঈসায়ী।
২৯. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রাহমান ইবনে মুহাম্মদ আবনে আবূ বকর ইবনে ওসমান আস সাখাভী (ওফাত : ৯০২ হিজরী), আত তাওদীহুল আবহুর, মাকতাবাতু উসূলিস সালাফ, সউদী আরব, ১৪১৮ হিজরী।
৩০. আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান ইবনে আবূ বকর আস সুয়ূতী (ওফাত : ৯১১ হিজরী), আল জামিউস সগীর ফী আহাদিসিল বাশিরিন নাযীর, দারুল ফিকর, দারুল ফিকর, বায়রুত, লেবানন।
৩১. আল্লামা আলী ইবনে হুস্সামুদ্দীন আল মুত্তাকী আল হিন্দী (ওফাত ৯৭৫ হিজরী), কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বায়রুত, লেবানন, ১৯৮৯ ঈসায়ী।
৩২. আল্লামা আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মদ আল কারী (ওফাত : ১০১৪ হিজরী), মিরকাতুল মাফাতীহ, আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়্যাহ, দেওবন্দ, ভারত।
৩৩. আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ আল মানাভী (ওফাত ১০২৯ হিজরী), ফায়যুল কাদীর, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত, লেবানন, ১৪১৫ হিজরী, ১৯৯৪ ঈসায়ী।
৩৪. আল্লামা আনোয়ার শাহ ইবনে মুআযযম শাহ আল কাশ্মিরী আল হিন্দী (ওফাত : ১৩৫৩ হিজরী), আল আরফুশ শাযি শরহু সুনানে তিরমিযী, মাকতাবায়ে শামেলা।

৩৫. আবুল আলা মুহাম্মদ আব্দুর রাহমান ইবনে আব্দুর রহীম আল মুবারকপুরী ওফাত : ১৩৫৩ হিজরী), তুহফাতুল আহওয়াযী বিশারহি জামিঈ আত তিরমিযী, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত, লেবানন।
৩৬. শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী (ওফাত: ১৪২০ হিজরী), সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ, দারুল মাআরিফ, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪১৫ হিজরী, ১৯৯৫ ঈসায়ী।

ফিকহ

৩৭. আল্লামা যায়নুদ্দীন ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ (ইবনে নুজাইম) আল হানাফী (ওফাত : ৯২০ হিজরী), আল বাহরুর রাইক, দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছ আল আরবী, বায়রুত, লেবানন, ১৪২২ হিজরী, ২০০২ ঈসায়ী।
৩৮. আল্লামা হাসান ইবনে আম্মার ইবনে আলী (ওফাত : ১০৬৯ হিজরী), মারাকিল ফালাহ, আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ১৪২৫ হিজরী, ২০০৫ ঈসায়ী।
৩৯. ইমাম হাসকাফী হানাফী (ওফাত : ১০৮৮ হিজরী), আদ্ দুররুল মুখতার, মাকতাবায়ে শামেলা।
৪০. আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আত তাহতাভী আল হানাফী (ওফাত : ১২৩১ হিজরী), হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মারাকিল ফালাহ, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত, লেবানন, ১৪১৮ হিজরী, ১৯৯৭ ঈসায়ী।
৪১. আল্লামা মুহাম্মদ আমীন (ইবনে আবিদীন) (ওফাত : ১২৫২ হিজরী), হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার, দারুল ফিকর, বায়রুত, লেবানন, ১৪২৫ হিজরী, ২০০৫ ঈসায়ী।
৪২. আল্লামা সুলায়মান ইবনে ওমর ইবনে মুহাম্মদ আল বুজায়রামী আশ শফিঈ, আত তাজরীদ লিনাফঈল আবীদ (হাশিয়াতুল বুজায়রামী আলাল মানহাজ), মাকতাবায়ে শামেলা।

৪৩. মুহাম্মদ নববী ইবনে ওমর আত্ তানারী, নিহায়াতুর রাযীন, মাকতাবায়ে শামেলা।

৪৪. আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আব্দুল হালিম ইবনে তায়মিয়া (ওফাত : ৭২৮ হিজরী), আল ফাতাওয়া আল কুবরা, দারুল মা'আরিফ, বায়রুত, লেবানন, ১৩৮৬ হিজরী।

৪৫. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ফাতাওয়া ও মাসাঈল (তৃতীয় খণ্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১০ ঈসায়ী, ১৪৩১ হিজরী।

ফাযাইল, আমালিয়াত ও অন্যান্য

৪৬. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমা্ইল ইবনে ইবরাহীম আল বুখারী (ওফাত : ২৫৬ হিজরী), আত তারীখুল কাবীর, দারুল ফিকর, বায়রুত, লেবানন।

৪৭. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে আব্বাস আল মক্কী আল ফাকিহী (ওফাত : ২৭২ হিজরী), আখবারু মক্কা ফী কাদিমিদ দাহরি ও হাদীসিহি, দারু খিজির, বায়রুত, লেবানন, ২য় সংস্করণ ১৪১৪ হিজরী।

৪৮. ইমাম আবদুল কাদির ইবনে মুসা ইবনে আব্দুল্লাহ আল জিলানী (ওফাত : ৫৬১ হিজরী), আল গুনিয়া লি তালিবি তারীকিল হাক্ক (গুনিয়াতুত তালিবীন), দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছ আল আরবী, বায়রুত, লেবানন, ১৪১৬ হিজরী, ১৯৯৬ ঈসায়ী।

৪৯. আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে তায়মিয়া (ওফাতঃ ৭২৮ হিজরী), ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম, দারুল হাদীস, কায়রো-মিশর, ১৪২৪ হিজরী, ২০০৩ ঈসায়ী।

৫০. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে বতুতা (ওফাত : ৭৭৯ হিজরী), রিহলাতু ইবনে বতুতা ফী গারাইবিল আমসার ওয়া আজাইবিল আসফার, মুআস্সাসাতুল কুতুব আস সাকাফিয়্যাহ, বায়রুত, লেবানন, ১৪২৩ হিজরী, ২০০৩ ঈসায়ী।

৫১. আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (ওফাত : ৭৯৫ হিজরী), লাতায়িফুল মাআরিফ ফীমা লিমাওয়াসিমিল আ'মি মিনাল ওয়াযাইফ, দারুল হাদীস কায়রো-মিশর, ১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ ঈসায়ী।

৫২. আরিফ বিল্লাহ শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (ওফাত : ১০৫২ হিজরী), মাছাবাতা বিস্সুন্নাহ ফী আইয়্যামিস্সানাহ ('মুমিনকে মাহ ও সাল' নামে প্রকাশিত উর্দু তরজমা সংশ্লিষ্ট আরবী মতন), দারুল ইশা'আত, করাচী, পাকিস্তান, ১৩৮৫ হিজরী।

৫৩. আল্লামা আহমদ ইবনুস সিদ্দীক আলগুমারী আল মাগরিবী, আল মানহুল মাতলুবাহ ফী ইস্তিহবাবি রাফঈল ইয়াদাইন ফিদ দু'আ বা'দাস সালাওয়াতিল মাকতুবাহ, মাকতবাতুল মাতবু'আত আল ইসলামিয়া, বায়রুত, লেবানন ১৪১৭ হিজরী, ১৯৯৭ ঈসায়ী।

৫৪. ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মদ যাকী ইবরাহীম, লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান, মাকতাবায়ে শামেলা।